পেনেল-প্রসঙ্গ।

[অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় বিকৃত ছাপবার মোকদ্দমা, নোয়াখালির মোকদ্দমা, পেনেলের রায়, হাই-কোর্টের রায়, সমালোচনা, অভ্যর্থনা, সাদক আলির শেষ বিচার প্রভৃতি জ্ঞাতব্য সকল কথার সংগ্রহ]

(১৩০৮ সালের ঘটনা)

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও সমালোচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

পেনেল প্রসঙ্গ।

প্রথম অধ্যায়।

ছাপরার মোকদ্দমা।

নোয়াখালির বর্ত্তমান হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গে ছাপরার কথা বার বার উত্থাপিত হইতেছে। সুতরাং "ছাপরার মোকদ্দমা" ব্যাপারটা কি, তাহারই উল্লেখ প্রথমে করিব। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, দুই বৎসর পরে সংবাদপত্রাদির নিয়মিত পাঠকেরা পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে অধিকাংশ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য তাহার আমূল বৃত্তান্ত এইস্থলে বিবৃত করিতেছি।

নরসিংহ সিংহ নামক একব্যক্তি জলপাইগুড়ি পুলিশে কনষ্টেবলের কাজ করিত। লোকটা ১৮৯৯ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে অসুস্থতার জন্য ছয়মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া যথা সময়ে সারণ জেলায় স্বগ্রাম ফুলওয়ারিতে উপনীত হইল। হতভাগ্য তখন জানিত না, এই অবকাশের সময় সুখস্বচ্ছন্দতা লাভের পরিবর্ত্তে সারণের কতিপয় উচ্চ রাজপুরুষের ক্রোধানলে তাহাকে ভস্মীভূত হইতে হইবে।

বিগত ১৯শে আগষ্ট তারিখে সারণের সহকারী পুলিশ সাহেব মিঃ করবেট এবং ইঞ্জিনীয়ার সিমকিন্স উক্ত গ্রামে

উপনীত হন। ইতঃপূর্ব্বে সেখানে একটা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ডিষ্ট্রীক্টম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তত্রত্য জমিদারবর্গের উপর ঐ বাঁধ মেরামত করাইবার জন্য একখানি আদেশ পত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। ডিষ্ট্রীক্টম্যাজিষ্ট্রেটের সেই আদেশ আইন সঙ্গত নহে ভাবিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, স্থানীয় অধস্তন পুলিশ-কর্ম্মচারীরা এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইতে পারে নাই। ইহাতেই সহকারী পুলিশ সাহেবকে প্রেরণের প্রয়োজন হয়। প্রেরিত সাহেবপুঙ্গবের বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। এই বালকের বা অজাতশ্মশ্রু যুবকের উপর ঈদৃশ গুরু ভার ন্যস্ত হইল।

সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট করবেট সাহেব এবং ইঞ্জিনীয়ার সিমকিন্স সাহেব ফুলওয়ারিগ্রামে উপনীত হইয়াই প্রথমে নরসিংহকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে মাটি খুঁড়িতে বলা হইল। লোকটা জাতিতে ছত্রী বলিয়া এই কার্য্য করিতে অসম্মত হয়। তখন তাহাকে অন্য লোক ডাকিতে বলা হইল; এবং সে কি কর্ম্ম করে, জিজ্ঞাসা করা হইল। নরসিংহ পুলিশে কনেষ্টবলের কাজ করে বলায় করবেট সাহেব লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। নরসিংহ তদুত্তরে বলিয়াছিল আমি সারণ পুলিশে কার্য্য করি না। করবেট সাহেব ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাইবে কি না বল, নতুবা তোমাকে পদচ্যুত করিব।" নরসিংহ নাকি ইহাতে ভীত না হইয়া সাহেবদ্বয়ের নাসিকাগ্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং সে সাহেবের আদেশ পালনে বাধ্য নহে একথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিল।

একে উদ্ধত.যুবক, তাহাতে পুলিশ কর্ম্মচারী। তাহার উপর বর্ণশ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ। কাজেই প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তখনই নরসিংহকে ধরিয়া পদাঘাত করিলেন। [ইঞ্জিনীয়ার সিমকিন্স সাহেব আদালতে এই পদাঘাতের কথা বলেন নাই, কিন্তু করবেট স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন।] নরসিংহ তাহার পর ৪।৫ হাত পিছাইয়া গিয়া নাকি করবেটের দিকে অগ্রসর হয়। করবেট বলেন, সে তাঁহাকে মারিবার জন্যই অগ্রসর হইয়াছিল। সিমকিন্স তখন নরসিংহের মস্তকে হস্তস্থিত লগুড় দ্বারা আঘাত করেন এবং করবেট তাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করেন। নরসিংহ এইরূপে তিনবার প্রহৃত ও ধরাশায়ী হয়। করবেট বা সিমকিন্সের কেশপর্য্যন্ত নরসিংহ স্পর্শ করে নাই, একথা সাহেবযুগলকে জেরায় স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ভূপতিত নরসিংহের বুকের উপর করবেট সাহেব বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন এবং সিমকিন্স লগুড়াঘাতে নরসিংহের ত্বকের কাঠিন্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন! নরসিংহ রুধিরাক্ত কলেবরে প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। সীতা নামে এক চামার যষ্টি হস্তে তথায় উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু সিমকিন্স সাহেব তাহার যষ্টি কাড়িয়া লইয়া তাহাকেই তদ্দ্বারা প্রহার করায় সে পলায়ন করিল। এই অবকাশে নরসিংহও পিতৃপুণ্যফলে প্রাণ লইয়া পল্লীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

করবেট-নরসিংহ অভিনয়ের এই খানেই যবনিকা পতিত হইলে, বোধ হয় সাধারণে এই ঘটনা প্রকাশিত হইত না। শ্বেতাঙ্গের নিকটে নিত্য কত কৃষ্ণাঙ্গ প্রহৃত হইতেছে, কিন্তু কয়টা ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়? সাহেবের সহিত মোকদ্দমা করিলে সর্ব্বত্র সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া যদি দেশের

লোকের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, প্রত্যেক ঘটনাই বিচারালয়ে আলোচিত হইত। কোন কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, জন সাধারণের সংস্কার, সাহেবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেই নিগৃহীত হইতে হইবে। সুতরাং এ ব্যাপারের এই স্থলেই উপসংহার হইত, আমাদিগের এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

যাহা হউক, ১৯শে আগষ্ট এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। করবেট ছাপরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রাডলী সাহেবকে এবং অস্থায়ী ডিষ্ট্রীক্টম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টুইডেলকে সকল কথা জ্ঞাপন করেন। নরসিংহ প্রহারে এরূপ কাতর হইয়াছিল যে, পর দিবস সে হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য হয়। সিবিল সার্জ্জন ম্যাডক্স সাহেব নরসিংহকে দেখিয়া কিরূপে সে আঘাত পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিলে নরসিংহ সরল মনে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল।

বিপদ এইখানে অধিকতর ঘনীভূত হইল। কাপ্তেন ম্যাডক্স স্বজাতিপ্রেমে এরূপ উন্মত্ত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ ছাপরা ক্লাবে যাইয়া করবেটকে সকল কথা জানাইলেন। সাহেবেরা বুঝিলেন, নরসিংহ নালিশ করিবার জন্যই হাঁসপাতালে আসিয়াছে, সিবিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট পাওয়াই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। করবেট বিপদ গণিলেন। ম্যাডক্স সাহেবও করবেটকে এই সংবাদ প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রাডলী সাহেবের বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহাকেও নরসিংহের উদ্দেশ্যের কথা বলিতে বিস্মৃত হইলেন না।

অতঃপর কাপ্তেন ম্যাডক্সের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া করবেট একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আনিবার জন্য লোক

পাঠাইলেন এবং গাড়ী আসিলে হাঁসপাতালে গমন করিলেন। তথায় নরসিংহ উপস্থিত ছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। নিরীহ নরসিংহ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল। স্বগ্রামে অবস্থান করিলে পাছে সাহেবেরা আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে প্রহার করে, এই আশঙ্কায় হাঁসপাতাল নিরাপদ স্থান ভাবিয়া তথায় অবস্থান করিবে ভাবিয়াছিল; কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিয়া উঠিল না; এদিকে ব্রাডলী সাহেবও তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একজন ইন্সপেক্টরকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

নরসিংহ মিঃ ব্রাডলীর ভবনে আনীত হইল। ব্রাডলী সাহেব প্রথমতঃ ভৎর্সনাচ্ছলে তাহাকে তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন, সে যদি পদত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে না। নরসিংহ হতভম্ব হইয়া রহিল। যদি নালিশ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারই করা উচিত। কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইতেছে। যাহা হউক, নরসিংহ চাকুরী ত্যাগ করিতে চাহিল না। কাজেই তাহার বিপদেরও অবসান হইল না।

ইহার পর নরসিংহকে টুইডেল সাহেবের বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। নরসিংহ বারাণ্ডায় রহিল, করবেট ও ব্রাডলী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় কোন্ ধারা মতে নরসিংহকে অভিযুক্ত করা হইবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। যে যে ধারা মতে নরসিংহকে অভিযুক্ত করা যাইবে, তাহা স্থিরীকৃত হইলে করবেট সাহেব নরসিংহের বিরুদ্ধে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন। সেই রিপোর্ট লইয়া ব্রাডলী সাহেব পুনরায় নরসিংহকে কার্য্য ত্যাগ

করিতে বলিলেন, এবং না করিলে নরসিংহ অভিযুক্ত হইবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিলেন। তাহাতেও অভীপ্সিত ফললাভ না হওয়ায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নরসিংহকে দণ্ডবিধির ৩৫৩ ও ১৮৬ ধারা মতে অভিযুক্ত করিবার আদেশ করিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী জাকির হোসেনের উপর এই অদ্ভুত অভিযোগের বিচার ভার অর্পিত হইল।

মৌলবী জাকির হোসেন উপযুক্ত ডেপুটী। তিনি সরকারে প্রায় ২৭ বৎসর ডেপুটিগিরি করিতেছেন; মৌলবী জজ সাহেবের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে তিনি ডিষ্ট্রিক্টম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অনুজ্ঞামত কার্য্য করিয়াছেন। মৌলবী এ সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান কালে যাহা বলিয়াছেন, পাঠকের অবগতির নিমিত্ত তাহার কিয়দংশ এইস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"The reason why I went to Mr. Twidell was that in the train I asked him under what section of the law his order to repair the Bundh was passed. He said that they had previous intention it appears, to beat these men — to insult Mr. Corbett. I took the record with me to him to discuss the evidence, because he said there was previous intention on the part of the accused to beat Mr. Corbett and to insult him. At the time when I took the record to Mr. Twidell that was not my opinion—It was my opinion that the question was begun by Mr. Corbett. * * I have before this served under very young District Magistrates. I have discussed pending cases with them similarly. It is not the fact that I discussed the cases with them because I wanted to know what they wished me to do—it was to avoid after troubles. What I mean is that sometimes when cases are disposed of and Magistrates do not like it they find fault and so I settled it beforehand."

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য—আমি টুইডেল সাহেবের নিকট মোকদ্দমার কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে অনেক ট্রেণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি আইনের কোন্ ধারামতে রাস্তা মেরামত করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, আদেশ অবহেলার জন্য নালিশ হয় নাই—করবেট সাহেবকে মারিবার ও অবমাননা করিবার উদ্দেশ্য আসামীর প্রথম হইতেই ছিল বলিয়া অভিযোগ হইয়াছে। আমার মতে, করবেট সাহেবই বিবাদের সূত্রপাত করেন আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তাহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য কাগজ পত্র তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে আরও অনেক ছোক্‌রা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনতায় কাজ করিয়াছি। মোকদ্দমার রায় দিবার পূর্ব্বে এইরূপে অনেক ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোমত না হইলে, পরে অনেক গোল-যোগে পড়িতে হয় বলিয়াই পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আলোচনা করিয়া লইতাম।

মৌলবী জাকর হোসেন ২৭ বৎসর ডেপুটীগিরি করিতেছেন। এই পলিতকেশ বৃদ্ধ হাকিম এ দেশে বিচার প্রণালীর যে অদ্ভুত রহস্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ন্যায়-বান্ ইংরাজ মাত্রেই লজ্জায় মস্তক অবনত করিবেন। এ সম্বন্ধে জজ পেনেল সাহেব বলিয়াছেন,—

"We all know that this sort of thing goes on, but it is seldom that it is brought out so clearly as in the present case."

জজ বাহাদুরের কথা খণ্ডন করিবার শক্তি কাহারও আছে কি না, জানি না। ভগবান্ জানেন, ন্যায়বান, দূরদর্শী ও

সুবিচারক। জিতজেতার এরূপ ভয়ানক পার্থক্য তিনি দেখিতে অনিচ্ছুক। তাই তিনি রায়ের এক স্থানে বলিয়াছেন,—

Assaults by Europeans upon natives are unfortunately not uncommon. They are not likely to cease until the disappearance of real or supposed racial superiority. It is proper,no doubt, that they should be punished but excessive severity in punishing them, so far from improving is more likely to exasperate the relations between the two races, and to defeat itself. The better men among the native community are themselves disposed to make allowances for the irritability which this climate has a tendency to produce in the European character, and the occasional acts of violence in which that irritability vents itself.

এরূপ মহাত্মা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, মৌলবী জাকির হোসেন যেরূপ বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, উহা এই দেশে প্রায়ই হইয়া থাকে। দেশের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ইহা হইতেই অনুমেয়। ইংরাজ শাসনে ইহা অপেক্ষা গভীরতম কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? যাহারা তুলাদণ্ডে বিচার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত, যাহারা স্ফীত বক্ষে জগতের সমক্ষে আপনাদিগকে ন্যায়ের অবতার, দরিদ্রের আশ্রয় স্থল, বিপন্নের সহায়, দুর্ব্বলের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই জাতি যে দেশের রাজা, সেই দেশে সেই জাতির ধর্ম্মাধিকরণে বিচারে এরূপ ব্যভিচার ঘটিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নরসিংহের দুঃখের কথা এখনও বলা শেষ হয় নাই। সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার মৌলবীর বিচারে নরসিংহের দুই মাস কারাবাসাজ্ঞা হইল। নরসিংহ প্রহারাদির জন্য কর্ণেট ও

সিমকিন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ করণার্থ যে দরখাস্ত করিয়াছিল, মৌলবী তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। প্রভুভক্তির ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এই মৌলবী সম্বন্ধে বিচারক পেনেল মহোদয় লিখিয়াছেন,

Mr. Zakir Hossein is a mere servile tool in the hands of his superiors. A man without conscience, with no fear of God before his eyes.

ইহার ভাবার্থ মৌলবী জাকির হোসেন তাঁহার উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারীদিগের নিকট ধৰ্ম্মজ্ঞানহীন, বিবেক-বৰ্জ্জিত দাস মাত্র। ইহা অপেক্ষাও মৌলবীর অধিকতর সুখ্যাতি কি পাঠক শুনিতে চাহেন? আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এই ঘটনার পর মৌলবী পেন্সন লইয়াছেন।

তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল সাহেবের কথা। পেনেল সাহেব বলিয়াছেন,

Mr. Twidell has prostituted his high office as District Magistrate to screen his friends from Justice.

অর্থাৎ "টুইডেল সাহেব ন্যায় বিচার হইতে তাঁহার বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার উচ্চপদ কলঙ্কিত করিয়াছেন।" আর এক স্থলে জজ বাহাদুর টুইডেল সাহেবের হিতাহিতজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

Mr. Twidell, whose conscience, from other parts of his evidence appears elastic enough * * * *

অর্থাৎ টুইডেল সাহেবের সাক্ষ্যের অন্যান্য অংশ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার বিবেক স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন।

এই টুইডেল সাহেবের ন্যায় ব্যক্তি এদেশে জেলার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হন! পেনেল সাহেবের ন্যায় ধৰ্ম্মভীরু, নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি সাধারণে জজপদে অধিষ্ঠিত না থাকিতেন, তাহা

হইলে কীর্ত্তিমান্ রাজপুরুষদিগের এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী সাধারণের গোচরে উপস্থিত হইত কি না সন্দেহ। পেনেল সাহেব যখন নরসিংহের আপীলের দরখাস্ত প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাহা টুইডেল সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ছাপরার অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল বাবু জগন্নাথ সহায় স্বয়ং এক এফিডেভিট করিয়া এই বিচারবিভ্রাটের কথা পেনেল সাহেবকে জানাইয়াছিলেন। পেনেল মহোদয়, মৌলবী জাকির হোসেন ও টুইডেল সাহেবের কৈফিয়ত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। টুইডেল সাহেব বেগতিক দেখিয়া পাটনা বিভাগের কমিশনার বোর্ডিলন সাহেবের শরণাপন্ন হন। মিঃ বোর্ডিলন একজন উচ্চদরের সিবিলিয়ান, কাজেই তিনি টুইডেল সাহেবকে কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন! টুইডেল সাহেব তদনুসারে কার্য্য করেন। আপীলের বিচারের সময় পেনেল বাহাদুর তাই মেসার্স টুইডেল, ব্রাডলী, করবেট, সিমকিন্স, ম্যাডক্স ও মৌলবী জাকির হোসেন প্রভৃতিকে সাক্ষীস্বরূপ আহ্বান করেন। ইঁহাদিগের সাক্ষ্যেই এই সকল রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে।

যে করবেটের প্রতাপে নরসিংহ কনষ্টেবল অকারণে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইল, যাহার প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সেই হতভাগাকে জাতিগত সংস্কার বিস্মৃত হইয়া, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তও বাঁধ প্রস্তুত ব্যাপারে মৃত্তিকা খনন করিতে হইয়াছিল, যাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া পাটনা বিভাগের কমিশনার, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইঞ্জিনীয়ার, সিবিলসার্জ্জন প্রভৃতি হিতাহিতজ্ঞান অতল বারিধি গর্ভে নিমজ্জিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, সেই করবেট অনায়াসে নাকি বাখরগঞ্জে উন্নত পদলাভ করিয়া গমন করিলেন।

আর যে পেনেল সাহেবকে কমিশনার বোর্ডিলন সাহেবও পত্র লিখিয়া অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারেন নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সাক্ষ্য গৃহাভ্যন্তরে গোপনে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন—যে পেনেল মহোদয় নির্ভীকচিত্তে রাজপুরুষদিগের চক্রান্ত ও গর্হিত আচরণ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে বিমুখ হন নাই, সেই পেনেল সাহেবকে নোয়াখালিতে —অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানে—স্থানান্তরিত করা হইয়াছে! যদি স্যার জন উডবরণ বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট না থাকিতেন, যদি লর্ড কর্জ্জন ভারতের বড়লাটের পদে বিরাজিত না থাকিতেন, তাহা হইলে পেনেল বাহাদুরের এই স্থানান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদিগের দুঃখের কোন কারণই থাকিত না। বিশ্বাস ছিল, বঙ্গেশ্বরের অমাত্যের মধ্যে বোল্টন সাহেবের ন্যায় লোকই থাকুন, আর যিনিই থাকুন,—উডবরণ মহোদয়কে বিপথগামী করিতে কেহই সমর্থ হইবেন না। আমরা তাই করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, মহামতি উডবরণ, ও প্রজারঞ্জক তেজস্বী, মহানুভব লর্ড কর্জ্জন, প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া, সঙ্কীর্ণমনা সিবিলিয়ানদিগের চক্রান্তজাল ভেদ করিয়া, দোষীর দণ্ডবিধানে যেন কখনই নিরস্ত না হন। কর্তৃপক্ষের স্মরণ রাখা উচিত, পেনেল সাহেবের ন্যায় দেবচরিত্র রাজপুরুষ এদেশে পদার্পণ করেন বলিয়াই ইংরাজ শাসনের গৌরব এদেশে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

ছাপরার মোকদ্দমা ক্রমশঃ বড়লাট বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রত্যেক কথার আলোচনা করিয়া কর্ম্মচারী-দিগের উপর দোষারোপ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পেনেল সাহেবকেও বিচারকোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষায় অমনোযোগী বলিয়া

তীব্র ভাবে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করিলেন না। বড়লাট বাহাদুরের এই মত যথাসময়ে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই ছাপরা মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড।

ইদুছ মিঞা নামক এক ব্যক্তি ছাদক আলী, আছলাম, আনোয়ার আলী, ও এয়াকুবালীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারার এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে। নোয়াখালির সদর থানার অনতিদূর-নিবাসী ইসমাইল জাগিরদার নামক এক ব্যক্তির সহিত আসামীদিগের মোকদ্দমা ঘটিত শত্রুতা চলিতেছিল। গত ৯ই ভাদ্র তারিখে ইসমাইল জাগিরদার একটী মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া রাত্রি ৫ দণ্ডের সময় বাড়ী যাইতেছিল। পথিমধ্যে আসামীরা অমানুষিক অত্যাচারপূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিয়া তাহার মৃতদেহ এক পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত করে। নিহত ব্যক্তির পুত্র পরদিন প্রাতঃকালে পিতার মৃত দেহ জলে ভাসিতে দেখিয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। শব-পরীক্ষায় ডাক্তার সাহেব এ ঘটনা অস্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া স্থির করেন। বাদী পক্ষের ইহাই অভিযোগ।

তৎপরে দারোগার তদন্তে এই মোকদ্দমা সি, ফারমভুক্ত হয়। বাদী তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইজিকেল সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত দেয় যে, দারোগা ওসমান আলী বিবাদীদিগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়, তাই তিনি বাদীর অভিযোগে

সাক্ষিগণের জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই! এই কথা অবগত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি এবিষয়ে তদন্তের আদেশ করেন। পুলিশ সাহেব ঘটনা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষিগণের কথায় অবিশ্বাস করিয়া, দারোগার মতের সমর্থন করেন। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের কর্ত্তা [illegible] রিণীর এই কার্য্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, আসামীগণকে [illegible] করিয়া বিচারার্থ অর্পণ করিতে ইন্‌স্পেক্টর মথুরা নাথ [illegible] আদেশ দেন। যথাসময়ে আসামীগণ সিনিয়ার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীশঙ্কর সেনের আদালতে বিচারার্থ অর্পিত হয়। এ অভিনয়ের ইহাই প্রথম অঙ্ক।

বিচার কার্য্য আরম্ভ হইলে দৃষ্ট হইল যে, যে সাক্ষী [illegible] আদালতে ওসমান আলী দারোগার সহিত বিবাদিগণের সম্বন্ধ সপ্রমাণ করিয়াছিল, সেশন আদালতে পুলিশ তাহাকে [illegible] নাই! শব-বাহক কনষ্টেবল সাক্ষীটিকেও দারোগা কার্য্যো-পলক্ষে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাদি-পক্ষের [illegible] একজন সাক্ষীকে হাজিরা হইতে ২ জন কনষ্টেবল ধৃত করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল। এই সকল বিসদৃশ কার্য্যে জজসাহেব বাহাদুরের অন্তঃকরণে যে নিতান্ত বিরক্তির সঞ্চার হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? নোয়াখালিতে এইরূপে বাদিপক্ষে প্রমাণ সমাপ্ত হইয়াছিল।

প্রধান সাফাই সাক্ষী ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নির্দ্ধারিত দিনে কার্য্যান্তরে ফেণী চলিয়া যান। জজবাহাদুর অনন্যোপায় হইয়া তারের সাহায্যে সংবাদ দিয়া পুলিশ সাহেবকে উপস্থিত করান। তাঁহার এজাহারে বোধ হইল, তিনি তাঁহার হেড্‌ক্লার্ক কৈলাস বাবু দ্বারা সর্ব্বথা পরিচালিত হন। কৈলাস [illegible]

ওসমান আলীর ধর্ম্ম পিতা। সুতরাং ওসমান আলীর শত দোষ পুলিশ সাহেবের নিকট মার্জ্জনীয়। সে যাহা হউক, উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া মহামতি পেনেল সাহেব বিচার-কার্য্য শেষ করিয়াছেন।

৩০০ পৃষ্ঠায় রায় পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে জানিবার, শিখিবার, আন্দোলন ও আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে। গবর্ণমেণ্টের পুলিশের কার্য্য-সমর্থন নীতির নিন্দা, বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের আবশ্যকতা, হাইকোর্টের জজ বিশেষের অসঙ্গত রাজানুরাগ-প্রিয়তা, চিফ সেক্রেটরির অসঙ্গত ব্যবহার, আত্মপদত্যাগে নির্ভীকতা প্রভৃতি কত বিষয়ই রায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে স্পৃষ্ট হইয়াছে বলা যায় না।

১৫ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জজসাহেবের রায় প্রকাশিত হইল। বিচার ও শাসন-বিভাগের অপবিত্র সম্মিলনে যে কতদূর কুফল ফলিতে পারে, তাহা নোয়াখালির এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হইল। পুলিশের অপকার্য্য, রাজকর্ম্মচারীদিগের বিচার-বিষয়ে অনুরোধ প্রভৃতি যে সকল কারণে অধুনা ভারতবাসীদিগের ভাগ্যে সুবিচার দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, নোয়াখালির বর্ত্তমান মোকদ্দমায় তাহার উদাহরণ স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এদেশে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শ্রাদ্ধ প্রায়ই এতদূর গড়ায় না। ছোটলাটের প্রধান অমাত্য বা চীফ সেক্রেটারির ভীতি-প্রদর্শক তারের সংবাদ পর্য্যন্ত পেনেল সাহেব নথির সামিল করিয়াছেন। এবার কাহারও পাশ কাটাইবার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্টের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা কিরূপে পুলিশের পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন, এই মোকদ্দমায় তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। বোর্ডিলন সাহেব পর্য্যন্ত কি প্রকারে

ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অত্যাচারী কর্ম্মচারীদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, তাহা পেনেল সাহেবের ন্যায় সৎ-সাহসী বিচারক না থাকিলে, জগৎ দেখিতে পাইত না। এরূপ ঘটনা অনেক ঘটে, অনুরোধে পড়িয়া ন্যায়ের মস্তকে শতকরা নিরানব্বই জন বিচারক নিঃসঙ্কোচে পদাঘাত করেন। কিন্তু আমরা কয়টার প্রমাণ পাই, কয়টা জানিতে পারি ? তাই মনে হয়, এই অমঙ্গলসূচক হত্যাকাণ্ড সাধারণের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকিবে।

বেলা ১২ টার সময় জজবাহাদুর আদালতগৃহে উপনীত হন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই প্রায় পাঁচ হাজার লোকে সুবিস্তৃত দ্বিতল আদালত গৃহ ও আদালতের প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়াছিল। সে দৃশ্যের কথা আর কি বলিব! জীবনে কুত্রাপি এমন দৃশ্য নয়নগোচর হয় নাই। দোকানি দোকান ছাড়িয়া, আমলা, উকিল, মোক্তারগণ নিজ কার্য্য রাখিয়া, শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিদ্যালয় ভুলিয়া, রায় ও হুকুম শ্রবণ-মানসে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জজ সাহেব বাহাদুর সাধারণের উৎকণ্ঠা নিবারণ-মানসেই বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থানীয় মুন্‌সেফ বাবু নবীন চন্দ্র নাগ, জজ আদালতের নাজির ও কতিপয় পিয়ন সমবেত করেন। তৎপরে আসামী সাদক আলীর প্রাণদণ্ড, আছলাম ও আনোয়ার আলীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাস ও প্রমাণাভাবে এয়াকুবালীর মুক্তির আদেশ দিয়া, ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও জাল করার অপরাধে দণ্ড বিধি আইনের ৪৬৬।২০১। ১৯৬ ধারা মতে ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য মুনসেফ নবীন বাবুকে ওয়ারেণ্ট দেন!! নবীন বাবু তৎক্ষণাৎ

মিঃ রীলিকে গ্রেপ্তার করেন !! রাইটার মহিম চন্দ্র মজুমদার ও হেড্ কনেষ্টবল কৃষ্ণ ভদ্রকে ১৯৬ ধারায় ফৌজদারিতে দিয়া, কার্য্যবিধির ৪৭৭ ধারা মত স্বয়ং বিচার করিবার আদেশ দেন।

জজ বাহাদুর হুকুম প্রকাশ করিয়া, রায় পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। অপরাহ্ণ ১টার সময় রায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৭টার সময় রায় পাঠ সমাপ্ত হয়।

সকলেই মনে করিয়াছিলেন, মিঃ রীলীকে জামিনে মুক্ত রাখা হইবে। কিন্তু যখন উকিল বসন্ত বাবু তাঁহাকে জামিনে মুক্ত করণার্থ আবেদন করিলেন, তখন জজ বাহাদুর মিঃ রীলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ""তুমি একজন ইউরোপীয় হইয়া, যখন খুনী মোকদ্দমায় এইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ও জাল করিতে পারিয়াছ, তখন আমি তোমাকে জামিনে রাখিতে পারি না।" রাত্রির অন্ধকারে মিঃ রীলী মুন্সেফ নবীন বাবু ও পদাতিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া অপেক্ষাকৃত অলক্ষ্যে জেলে চলিয়া গেলেন! জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ কাগিল ও মিসেস্ রীলী প্রভৃতি যখন জানিলেন, তিনি হাজতে গিয়াছেন, তখন তাঁহারা জেলখানার দিকে ছুটিলেন। জনস্রোতের ও গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া, কারা-গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু কতক দূর গিয়াই প্রতিহত হইল!

পেনেল সাহেবের সুদীর্ঘ রায় পাঠ করিয়া দেশের লোকে যে কি পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব। বিচার ও শাসনবিভাগের অপবিত্র সম্মিলন যে নানা প্রকার অনিষ্টের আকর, এই অপূর্ব্ব রায় তাহার অন্যতম উদাহরণ-স্থল। পেনেল সাহেব ছাপরার মোকদ্দমায় শাসন-বিভাগের যে কলঙ্ককাহিনী জনসমাজে বিবৃত করিয়াছেন,

নোয়াখালির মোকদ্দমায় তাহারই যেন প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ছাপরায়, রক্ষকেরা কিরূপে ভক্ষক হয়, তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। নোয়াখালিতে তাহার ঠিক বিপরীত দৃশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। ছাপরায় রাজকর্ম্মচারীরা নির্দ্দোষের নিগ্রহে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, নোয়াখালিতে দোষীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহাদিগের পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। কোথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইবে, না নির্দ্দোষের নিগ্রহ ও দুর্জ্জনের সমর্থনে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

এই দুইটী চিত্রের জন্য আমরা পেনেল সাহেবের নিকট ঋণী! যিনি যাহাই বলুন, আমরা শতমুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। মনের কথা খুলিয়া বলিলে লোকে পাগল বলে, স্পষ্ট কথা বলিলে অপ্রিয়ভাষী বলিয়া আখ্যাত হইতে হয়। সে হিসাবে পেনেল সাহেব বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন নাই। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধির প্রাখর্য্যের জন্য তাঁহার প্রশংসা হউক আর না হউক, সরলতার জন্য, নির্ভীকতার নিমিত্ত, নিরপেক্ষতা ও সুবিচারের জন্য, তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইবে।

অনেকে "প্রেষ্টিজ" রক্ষার নিমিত্ত সুবিচারের পথ কণ্টকিত করেন, পেনেল সাহেব সে শ্রেণীর লোক নহেন। কর্ত্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়া, বন্ধুত্বের মমতায়, পদোন্নতির লোভে, ঊর্দ্ধতন কর্ম্ম-চারীদিগের অনুরোধে, তিনি বিচারাসন কলঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার নাম এদেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা কৃতজ্ঞতার সহিত বহু কাল স্মরণ করিবে। এজগতে তাঁহার পুরস্কার নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র অনুকৃত হউক।

হাইকোর্ট হইতে রীলি সাহেবকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইল, তাঁহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করা হইল; শেষ ফল যাহাই হউক, লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। পেনেল সাহেব যে সকল পত্র নথির সামিল করিয়াছেন, তাহা বিচার ও শাসন বিভাগের অপবিত্র সম্মিলনের বিষময় ফলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লোকের মনে জাগরূক থাকিবে। কর্তৃপক্ষ পেনেল সাহেবের রায় সুদীর্ঘই বলুন, অবান্তর কথায় পরিপূর্ণই বলুন, আর প্রলাপ বলিয়াই উড়াইয়া দিন, লোকের স্মৃতিপটে তাহা অঙ্কিত থাকিবে। আর যাঁহারা এই মোকদ্দমার নথির মধ্যে উপরোধ-অনুরোধ দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা পেনেল সাহেবের সৎসাহসের শতমুখে প্রশংসা করিবেন। তিনি এমনই নিরপেক্ষ যে, পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হাজতে পাঠাইতেও তাঁহার সঙ্কোচ বা দ্বিধা হয় নাই, একথা কেহ ভুলিতে পারিবে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটী বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে অগ্রসর হইতেছি। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার একথা বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি ভবিষ্যতেও বহুবার সেই কথাই বলিব।

আমরা যে শান্তিপূর্ণ ইংরাজ-রাজ্যে বাস করিতেছি, সহর ছাড়িয়া দেশের একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে, সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হইবে। এখনও স্থানে স্থানে যেরূপ অত্যাচার ও দুর্ব্বল-দলন হয়, নীরোর রাজত্বকালে রোম রাজ্যে সেরূপ হইত কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে এই ভারতে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু অত্যাচারের আধিক্য হইলে, দুর্ব্বলেরা দল বাঁধিয়া প্রবলের

শাসন করিতে পারিত ! এখন আর কাহারও সে শক্তি নাই ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকলেই শঙ্কিত ! রাজার নামে যদি কেহ অত্যাচার করে, কোন রাজ-কর্ম্মচারী যদি নিঃসহায় প্রজাকে পদতলে দলিত করে, তাহা হইলেও কোন প্রজা সাহস করিয়া স্বহস্তে প্রতিবিধানের ভার গ্রহণ করিতে পারে না। অশ্রুধারাবর্ষণ করিতে করিতে প্রজা যদি সুবিচার-প্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে আবেদন করে, তখনও অনেক স্থলেই, অর্থাভাবে, পুলিশের প্রতাপে ও প্রমাণের গোলযোগে, প্রকৃত ঘটনার নির্ণয় হয় না। জগতের সর্ব্বত্র প্রশংসিত, শান্তিপূর্ণ সুনিয়ম-সঙ্কুল ইংরাজের সুশাসনেও যদি এইরূপ ঘটে, তবে আর উপায় কি ? তাই বলিতেছিলাম, গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার-নিবারণের জন্য কোন প্রকার বিশেষ বন্দোবস্ত না করিলে, দেশে আর শান্তি থাকিবে না।

আমরা ইংরাজকে পূজা করি এবং ইংরাজকে ঘৃণা করি। যে সমুদায় ইংরাজের মহানুভবত্ব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, যাহাদিগের উন্নত চরিত্র ও উদার প্রকৃতি দর্শনে আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে অনিমেষ চাহিয়া থাকি, তাঁহাদিগের সৌজন্য ও সহৃদয়তার কথা আমাদিগের অন্তরে অন্তরে গাঁথা থাকে, আমরা কখনই ভুলিতে পারি না। আর যে সমস্ত পশু অত্যাচার করিয়া লোকের ক্লেশ বৃদ্ধি করে, যাহাদিগের নাম শুনিলে মনে ভক্তি দূরের কথা, কেবল জুগুপ্সারই সঞ্চার হয়, যাহারা প্রবল হইয়া দুর্ব্বলকে পদদলিত করে, স্বার্থপর হইয়া, ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া, নিঃসহায়ের উপর অত্যাচার করে, জগতের কোন্ জাতি তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারে ? যাহারা উলটিয়া প্রহার করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে প্রহার করা, যাহারা

প্রতিবিধানে অক্ষম তাহাদিগের উপর অত্যাচার করা, নিতান্তই কাপুরুষের কর্ম্ম। যে সমস্ত ইংরাজ এই সমস্ত অত্যাচার করে বা অত্যাচারীর প্রশ্রয় বৃদ্ধি করে, আমরা কায়মনোবাক্যে তাহাদিগের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। এই মনের অভক্তি যে বাক্যে প্রকাশ করিতে আমরা সমর্থ হই, ইহাও ইংরাজ-চরিত্রের মহত্ত্ব-নিবন্ধন; তাহাও আমরা বিলক্ষণ জানি।

উপর্য্যুপরি এইরূপ অত্যাচার-ক্লিষ্ট ও পদদলিত হইয়াও যে লোকে ইংরাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছে না, সে কেবল ইংরাজ জাতির মহত্ত্বের জন্য। নতুবা এখনকার এক একজন সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ বর্ণিত আসল নবাবকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাদিগের মস্তকের উপর অত লোক রহিয়াছে, তথাপি এই সমস্ত অত্যাচার! ইহাতেও ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে। বোধ হয় নিরঙ্কুশ হইলে, লোকের আর রক্ষা থাকিত না। আসল সিরাজদ্দৌলা অশিক্ষিত, অপরিপক্কবুদ্ধি বালক ছিলেন, এই সমস্ত আধুনিক সিরাজদ্দৌলারা শিক্ষিতাভিমানী বয়ঃপ্রাপ্ত পশু। ইহারা যদি সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইতেন, যদি কাহাকেও কিছু কৈফিয়ত দিতে বাধ্য না থাকিতেন, তাহা হইলে ইহাদিগের অত্যাচার দর্শনে লোকে প্রকৃত সিরাজদ্দৌলার নাম ভুলিয়া যাইত।

সে যাহা হউক, এক্ষণে পেনেল সাহেবের মহত্ত্বে, তাঁহার সৎসাহসে ও নিরপেক্ষতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। মহামতি পেনেল! তুমি তোমার দৃষ্টান্তে অনেক দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিলে, অনেক লঘুচিত্তকে শিক্ষা দিলে, অনেক গুপ্ত কার্য্যপ্রণালী প্রকাশ্যভাবে লোকনেত্রের গোচরে আনিলে। তোমার

কৃপায় অনেক তত্ত্ব সপ্রমাণ হইল। তুমি আমাদিগের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্নেহোপহার গ্রহণ কর। আমরা পেনাল সাহেবের নিকট উপকৃত, তাঁহার তেজস্বিতায় বিস্মিত হইয়াছি। তথাপি, আমরা তাঁহার ক্রটী সম্বন্ধে অন্ধ নহি। তিনি রায়ে যে সকল অবান্তর কথার সন্নিবেশ করিয়াছেন, যে সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় অনর্থক রায়ের কলেবর বিস্তারিত করিয়াছেন, অধিকন্তু অন্যান্য ব্যক্তির মত-সমালোচনা ও আত্মপক্ষ-সমর্থনে যে অবান্তর প্রসঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচারকের উপযুক্ত ধীরতা প্রকাশ পায় নাই, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি আমরা তাঁহার দোষ দিতে পারি না। যে দেশে নির্দ্দোষের প্রতি দোষারোপের ও দোষীকে নিষ্কৃতি দিবার প্রয়াসে বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত অনেক কর্ম্মচারীই উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, যে দেশে বিচার ও শাসনের অপবিত্র মিলনে যথেচ্ছাচারের প্রাবল্য লক্ষিত হয়, সে দেশে পেনেল সাহেবের মত নিরপেক্ষ বিচারককে কষ্ট পাইতেই হয়। কাজেই সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। রক্ত-মাংসের শরীর সকলেরই, ইহা যেন কর্ত্তৃপক্ষের মনে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

পেনেলের প্রায়শ্চিত্ত

পেনেল সাহেবের ব্যাপারে তাঁহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, আমাদিগের অনেক মঙ্গল হইল। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া পেনেল সাহেব দেখাইয়া দিলেন যে, এই হতভাগ্য দেশে অনেক স্থলে বিচার প্রহসনের নামান্তর, শাসন জুলুমেরই

আর একটী নাম ; ভিতরে কল-টিপাটিপি, ইঙ্গিত, পত্র, টেলিগ্রাম, উপরোধ, ভয়-প্রদর্শন, সকলই চলে। উপরে সব ঠিক ! সুবিচার যে এমনই করিয়া হয়, তাহা অনেকেই মনে মনে জানিতেন ; এখন হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিল, সকলেই অনেকটা দেখিতে ও দেখাইতে পারিবেন। যাঁহার প্রসাদে ইহা ঘটিল, সেই মহাপুরুষ পেনেল সাহেবের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

অনেকে বলিতেছেন, পেনেল সাহেব পাগল। আমরা একথা স্বীকার করি না। যে শক্তিমান্ মহাপুরুষ ধারাবাহিক রূপে, পত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি দলিল" করিয়া রাখিয়াছেন, যথাস্থানে সে সমুদায়ের প্রয়োগ করিয়াছেন, ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র সমালোচনা করিয়া শত্রু মিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি পাগল একথা কি বলিয়া বিশ্বাস করিব ? উন্মাদগ্রস্ত কোন ব্যক্তির বাক্য এমন সরল নহে, তর্কপ্রণালী এরূপ তেজঃপূর্ণ নহে, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত এমন সংযত ও রীতিবিশুদ্ধ হয় না। অবান্তর কথার আবির্ভাব পাগলামির চিহ্ন নহে, বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। যে সকল কথা অন্য কোন প্রকারে জানাইবার উপায় ছিল না, অপ্রাসঙ্গিকতা-দোষ শিরোধার্য্য করিয়াও পেনেল সাহেব তাহা স্থায়ী করিবার পথ করিয়া গিয়াছেন। ইহা চিত্তের দুর্ব্বলতা নহে, মনস্বিতারই পরিচায়ক।

লর্ড কর্জ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়াখালির ঘটিরাম পর্য্যন্ত সকলেই পেনেল সাহেবের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত। আমাদিগের ছোটলাট উডবরণের উচ্চ মাথা হেঁট হইয়াছে, জজ র‍্যাম্পিনির মুখে চূণ কালি পড়িয়াছে, চিফ জষ্টিস্

ম্যাকলীনের মুখ দেখাইবার পথ নাই। ইঁহারা অবজ্ঞা‌‌‌ হইয়াছেন বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই নাই; যিনি যতই মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ করুন, ইঁহাদিগের চিঠি, টেলিগ্রাম, ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি মৌখিক নিরপেক্ষতার আবরণ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা বিদ্রূপ করিতে উদ্যত হই নাই; রাজপুরুষেরা অপদস্থ হইলে আমাদিগের কৌতুক বোধ হয় না। তথাপি যে তাঁহাদিগের দুর্দ্দশায় আমাদিগের আনন্দ হইয়াছে, ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, পেনেল সাহেবের অনুগ্রহে আমরা তাঁহাদিগের সম্মুখে নিজের দুঃখ দেখাইয়া দিবার একটু সুযোগ পাইয়াছি।

পুলিশের রীলি সাহেব মিথ্যা সাক্ষী সাজাইলেন, জাল দলিল চালাইলেন, অর্থাৎ সরকারি কাগজ পরিবর্ত্তিত করিয়া আদালতে দাখিল করিতে সাহসী হইলেন, আর তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য ছোট বড় সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, বিচারকের উপর অনুরোধ, ভীতিপ্রদর্শন, পীড়াপীড়ি, সকল রকমই চলিতে লাগিল; এটা কি শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে ন্যায় বিচার? ইহার নাম কি নিরপেক্ষতা? এই কি ইংরাজ রাজ্যের ন্যায় বিচার? লোকে স্পষ্টই বলিতেছে যে, সাদাচামড়া না হইলে এরূপ ঘটিত না। লোকে পূর্ব্বেই বলিতেছিল, হাইকোর্ট হইতে যেন তেন প্রকারেণ পেনেল সাহেবের বিচার রদ হইবে। হত্যাকারীরা মুক্তি পাইবে, রীলিসাহেব সত্যবাদী হইবেন, পেনেল সাহেবের নিন্দা হইবে। লোকের যে এই পূর্ব্ব-ধারণা, ইহা কি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসার বিষয়? ইহাতে কি রাজপুরুষদিগের মর্য্যাদা রক্ষা হইতেছে? হায়রে সুবিচার! হায়রে ইংরাজ রাজ্য! মুখ ফুটিয়া বলিলেই

কর্ত্তাদিগের রাগ হয়, লোকের মন কি বলে. তাহা কি কেহ দেখিতে পাইবেন না ?

পেনেল সাহেব সিভিলিয়ান। লিখিতে পড়িতে জানেন, বিলাতে তাঁহার বাড়ী ঘর আছে, ভাড়াটিয়া বাড়ীতে দিনপাত করিতে হয় না। তাঁহার প্রবল আত্মীয় স্বজন আছেন। তাঁহার মুখে লাগাম দিয়া বিলাতের লোককে যাহা তাহা বুঝান, তত সহজসাধ্য নহে। তিনি নির্ম্মল চরিত্র, বুদ্ধিমান্ ও প্রবল। সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত টানাটানিতে গায়ে কিঞ্চিৎ কাদা লাগিবে। কাঠে কাঠে লাগিয়াছে, সহজে মিটিবে না ; অস্থায়িভাবে পদ-চ্যুতই কর, আর তিরস্কারই কর, কিছুতেই ভবী ভুলিবে না।

একদিকে রাজপুরুষদিগের কার্য্য-কলাপ, অপর দিকে পেনেল সাহেবের পবিত্র মূর্ত্তি। আজ নোয়াখালিতে শত শত দরিদ্র মুসলমান বলিতেছে, পেনেল সাহেব তুমিই দেবতা, আল্লা আমাদিগের জন্য তোমায় পাঠাইয়াছেন। তুমি বলিলে, আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি। সেই এক চিত্র, আর বড় বড় কর্ম্মচারীর কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা মুখ টিপিয়া হাসিতেছি, সে আর এক দৃশ্য। এই দুই দৃশ্যের কি তুলনা হয় ? রীলি সাহেব যে কার্য্য করিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা লজ্জাজনক হইল না, কিন্তু এই সকল কাণ্ড প্রকাশ পাওয়াই লজ্জার বিষয় হইল ! ইহাও কি বিচিত্র নহে ?

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত এইরূপ করিলেন. তারযোগে জামিন মঞ্জুর করিতে অনুরোধ চলে, ইহা ভাবিতে গেলে, আমাদিগকে বিচলিত হইতে হয়। ন্যায় পথে পেনেল

সাহেব চলিতে গিয়াছিলেন, কীটের ন্যায় তাঁহাকে পদ-দলিত করিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা গায়ের ঝাল মিটাইলেন। ছাপরায় তাঁহার নিরপেক্ষতায় যাহাদিগের জুলুম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই পদোন্নতি হইল, আর যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সুবিচার করিলেন, তাঁহাকে নোয়াখালিতে বদলী করা হইল। রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিকট নিরপেক্ষতার মূল্য এই! এবারে পেনেল সাহেব যে এতদূর করিবেন, তাহা প্রভুরা বুঝিতে পারেন নাই; ঢেকে মনে করিয়া কেউটের লেজে হাত দিয়াছেন—কাজেই বিষোদ্গার অনিবার্য্য!

পেনেল সাহেবকে যে অস্থায়িভাবে [illegible]চ্যুত করা হইল, তাহা আইন-সঙ্গত কি না, এ বিষয়ে ও খুব আন্দোলন চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট নাকি এ বিষয়ে এড্‌ভোকেট জেনারেলের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, উডরফ সাহেব বলিয়াছিলেন, এরূপ [illegible] করা সম্পূর্ণ বে-আইনি। শ্রাদ্ধ অনেক দূরই গড়াই[illegible]। পেনেল সাহেব শুনিতেছি, প্রত্যেক চিঠি, দলিল, টেলিগ্রাম প্রভৃতির আলোক-চিত্র তুলিয়া লইয়াছেন। [illegible] হইতে মূল কাগজগুলি কেহ সরাইয়া লয়, [illegible] আশঙ্কা। তাঁহার কাগজ সমর্পণে এই জন্যই হয় [illegible] হইয়াছিল। এই অপরাধে হাইকোর্টের জজ মহাশয়দিগের পরামর্শ, ও পেনেল সাহেবের উপর দণ্ড-প্রয়োগ, [illegible] অস্থির-চিত্ততারই পরিচায়ক।

পেনেল সাহেবের এই নোয়াখালির [illegible] যেন একটী নাটকের অভিনয় হইয়া গেল। পুলিশের সাহেব পুনরই [illegible]

জানই করুন, আর মিথ্যা সাক্ষ্যই প্রদান করুন, তাঁহার হাজত হওয়া বড়ই বিচিত্র। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত অনুরোধ করিলেন, তথাপি পেনেল সাহেব অবৈধভাবে জামিন লইয়া রেলি সাহেবকে ছাড়িলেন না, ইহাও বিচিত্র। জজদিগের মধ্যে মত-ভেদ-সত্ত্বেও পেনেল সাহেবকে সস্পেণ্ড করা হইল, সিভিলিয়ানের নির্য্যাতন হইল, ইহাও বিচিত্র। এই নাটকে কত বৈচিত্র্যের সমাবেশই দেখিলাম।

এখন উপসংহারের কাল সমাগত-প্রায়। শীঘ্রই যবনিকা-পতন হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই দেখিতে পাইব—"একে একে শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী, নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী"। কিন্তু নোয়াখালিতে যে অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল, তাহাতে শাসন বিভাগের অনেক ক্লেদ ও কলুষ ভস্মীভূত হইবে। ভবিষ্যতে ভারত-প্রজা ম্যাকলীনের নাম ভুলিবে, র‍্যাম্পিনির নাম ভুলিবে, অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নামে ঘৃণায় শ্রবণ-পথ রুদ্ধ করিবে। কিন্তু এই পদ-চ্যুত, তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত জজ-পেনেলের নাম বঙ্গের ভাবী ইতিবৃত্তে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে দীপ্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। আমরা মাহেন্দ্রক্ষণ পাইয়াছি। বিচার ও শাসন-বিভাগের অপবিত্র সম্মিলন যে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া আমরা পেনেল সাহেবের জয়গান করিতেছি। পেনেলের পাপ নিরপেক্ষতা—প্রায়শ্চিত্ত নিজের কষ্টে ভারতের কল্যাণ-সাধন!

মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৭ই চৈত্র শনিবার পেনেল সাহেবের বিষয়ে যে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিতে হইলে,

গবর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইতে হইত। ফলতঃ বাগাড়ম্বরে ও শব্দের আবরণে সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি আমরা যতই গোপনে রাখিবার চেষ্টা করি না কেন, অপরে তাহার কিছু না কিছু আভাস পাইবেই পাইবে। সেই জন্যই আমাদিগের মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট "পেনেল সাহেব সংক্রান্ত প্রশ্নে আপাততঃ কোন উত্তর দিব না," এই কথা বলিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর দিলে গত্যন্তর ছিল না, কর্ত্তৃপক্ষকে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতে হইত, "আমরা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি"। কে নিজের মুখে বলিতে পারে—"আমরা যে বিচারের স্পর্দ্ধা করি, যে ব্রিটিশ ন্যায়পরতার গর্ব্ব করি, সে সমস্তই অন্তঃসার-শূন্য আড়ম্বর, আমাদিগের বিচার-বিভাগ শাসন বিভাগের অঙ্গীভূত। বর্ব্বর জাতির শাসন-কল্পে অশিক্ষিত ও যথেচ্ছাচার শাসন কর্ত্তারা যে নীতির অনুসরণ করিতেন, সুসভ্য ইংরাজ মৌখিক বাগাড়ম্বর-সত্ত্বেও সেই নীতি অনুসারে বিচার করেন। নিরপেক্ষ বিচার এক পক্ষে জগৎকে ভুলাইবার, অপর পক্ষে নিজ নিজ অভিমান প্রকাশ করিবার মৌখিক চেষ্টা। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত শাসন বিভাগের খাতির রাখিয়া চলেন।" একথা প্রকাশ করিয়া, পেনেল সাহেব যে অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট কোন্ প্রাণে তাহাতে আহুতি দিবেন?

সুরেন্দ্র বাবু কতকগুলি কঠোর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পেনেল সাহেবকে অস্থায়িভাবে কর্ম্ম-চ্যুত করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ব্যবহারাজীবদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন করিবেন কি না? এ প্রশ্ন দুইটার উত্তর দিলে, কর্ত্তৃপক্ষ বড়ই গোলে

পড়িতেন। কর্ত্তারা মোহে এরূপ অভিভূত, দম্ভে ঈদৃশ আত্ম-বিস্মৃত, ক্রোধে এতদূর কাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্য যে, পেনেল সাহেবকে পদচ্যুত করিবার সময়ে কার্য্যটা আইনসঙ্গত হইতেছে কি না, তাহা ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সংবাদ-পত্রাদিতে তুমুল আন্দোলন উঠিল—কাজেই সকল গোলের মূলাধার অবাধ্য পেনেলকে দণ্ডিত করিতেই হইবে। যাহারা দোষ করে, তাহাদের দোষ চাপা দিয়া রাখিলেই মর্য্যাদা বাড়ে, যে অপ্রিয় সত্য কথার প্রচার করে, সেই অপরাধী হয়—ইহাই এখনকার রাজ-নীতি। সুতরাং পেনেল সাহেবের উপর রাজপুরুষদিগের চটিবারই কথা। কাজেই কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যটা বে-আইনি হইতেছে কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার সময় পান নাই, ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া একেবারে "সস্‌পেণ্ড" করিয়া বসিলেন। কাজেই সুরেন্দ্র বাবুর কথার উত্তর দিতে গেলে "সরকারের" নিজের মুখে এ সকল কথা স্বীকার করিতে হয়। এ অবস্থায় উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

তাহার পর পেনেল সাহেবের কিরূপ বিচার হইবে, সে বিষয়ে প্রশ্ন, তাঁহার রায়ে উল্লিখিত ব্রাডলি সাহেবের প্রতি তিরস্কার ও সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন—এ সকল কথার উত্তর দিতে হইলে, অনেক গ্ল্যাডষ্টোনেরও শিরঃপীড়া জন্মিতে পারে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তর "গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে, পেনেল সাহেব বা তাঁহার রায়ের সম্বন্ধে কোন কথার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন।" কবে প্রস্তুত হইবেন, কবে এ সকল বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য-প্রণালী বুঝিতে পারিব, তাহা বলিতে পারি না। যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্টের নিকট এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সুরেন্দ্র বাবু গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-

কলাপ বিষয়ে লোকের ভ্রম-নিরাকরণের যে সুযোগ দিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ এ ক্ষেত্রে তাহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। কাজেই রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে নানা কারণে আমাদিগের পূর্ব্ব ধারণাই ক্রমে বলবতী হইতেছে।

শুদ্ধ রাজপুরুষদিগের কথা নহে। পূর্ব্বে হাইকোর্টের বিচারাদির বিষয়ে লোকের যে অচলা ভক্তি ছিল, এখন সেই ভক্তি কমিয়া যাইতেছে। সার বার্ণস পিককের দিন আর নাই। সে স্বাধীন হাইকোর্টের মূর্ত্তি আর কবে দেখিতে পাইব? এখন পূর্ব্বদিনের পুনরাবির্ভাব হইবে, না, ক্রমেই অনুরোধ, আকর্ষণ ও আদেশের জয় হইতে থাকিবে—এই ভাবিয়াই লোকে আকুল হইতেছে। আমরা এই পেনেল মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচার-প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। এই কি সেই হাইকোর্ট? যেখানে বঙ্গের প্রধান বিচারপতি অধীন বিচারককে তারযোগে কার্য্যাদি-সম্বন্ধে অনুরোধ করেন, যেখানে বিচারপতিরা স্বপনা হইতেই এক পক্ষের অনেক কথা টানিয়া বাহির করেন, সেই বিচারালয়ই কি দেশের প্রধানতম বিচারালয়?

আমরা এখন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। ব্যবস্থাপক-সভার প্রশ্নাদি ছাড়িয়া, রাজপুরুষদিগের কার্য্যালোচনা না করিয়া, হাইকোর্টের বিচার কতদূর নিরপেক্ষ হইতেছে, সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়াও আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। কে এ প্রহেলিকার উত্তর দিবে?

একটা বিষম প্রহেলিকা এই যে, হাইকোর্টের জজদিগের কথা পরস্পর-বিরোধী হইতেছে কেন? পেনেল সাহেবের দলিলে প্রকাশ—প্রধান বিচারপতি নথি চাহিয়াছিলেন, অন্য

কেহ চাহেন নাই। গত ২৭শে মার্চ্চ বিচারপতি প্রাট ও আমীর আলি বলিয়াছেন যে, আমরা নথি তলব করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রথম প্রহেলিকা এই, কে নথি তলব করিয়াছিল? প্রধান বিচারপতির প্রথম আদেশে চ্যাপম্যান সাহেবের নাম ছিল, দ্বিতীয় আদেশ লইয়া চ্যাপম্যান্ ও শিপস্যাঙ্ক সাহেব গিয়াছিলেন। কে কাহাকে হুকুম দিল ও কোন্ হুকুম কি প্রকারে অমান্য করা হইল, তাহার মীমাংসা এক বিষম সমস্যা।

মহামতি আমীর আলি ও প্র্যাট বলিতেছেন, আদেশ অবজ্ঞার জন্য আমরা মনে করিতেছিলাম, পেনাল সাহেবকে দণ্ড দিব, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন দণ্ড দিয়াছেন, তখন আমরা অবাধ্যতার জন্য আর কোনরূপ দণ্ড দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করিতেছি। এদিকে গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, হাইকোর্টের অনুরোধ-ক্রমে আমরা দণ্ড দিলাম। এই সকল কথার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হইতেছে; তাহার ভিতরের আসল কথাটা কি?

অধস্তন বিচারকের নিকট এরূপভাবে রেজিষ্ট্রার বা অন্য কোন লোক পাঠাইয়া নথি তলব করা ইহার পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছে কি না? পেনেল সাহেব কবে নথি দিলে হাইকোর্টকে অবজ্ঞা করা হইত না? প্রধান বিচারপতি যখন এসম্বন্ধে কোন বিচারই করিতেছেন না, তখন তিনি নথি চাহেন কেন? এই ব্যাপারে এরূপ প্রহেলিকার আমরা আর অবধি দেখিতে পাই না।

হাইকোর্টে সেদিন যে অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহাও একটা প্রহেলিকা। সেদিন পেনেল সাহেবের এজলাস হইতে রীলি সাহেবের মোকদ্দমা যাহাতে অন্য আদালতে উঠিয়া

যায়, সে বিষয়ের শুনানি হইবার কথা ছিল। উকীল বাবু বলিলেন, এ বিচার এক্ষণে অনাবশ্যক ; কারণ পেনেল সাহেব এক্ষণে আর বিচার করিবেন না। বিচারপতি আমীর আলি এমনই মনের কথা টানিয়া আনিতে পারেন যে, উকীল বাবুর মনের কথা তিনি বলিতে না বলিতেই বুঝিতে পারিলেন। এ মোকদ্দমার বিচার যখন অন্যত্র হইতেছে, তখন হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক, অন্য লোকে এইরূপই ভাবিত। কিন্তু আমীর আলি মহাশয় উকীল বাবুর মনের ভাব বুঝিলেন, তাঁহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, "আপনি তবে এখন রীলি সাহেবের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলিয়া লওয়া হউক, এই মর্ম্মে আবেদন-পত্র দাখিল করিতে চাহেন ?" উকীল বাবু অবশ্য তখন নূতন আবেদন পত্রের কথা স্মরণ করিলেন ও কিছুকাল বিলম্বে উহা দাখিল করিলেন। এরূপ সহৃদয়তা সাধারণতঃ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। অধিকন্তু বিচারপতি আমীর আলি দণ্ড-প্রাপ্ত আসামী দিগের পক্ষ হইতে কেহ কোন মুলতুবি প্রার্থনা করিতেছে কি না, এবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। মোকদ্দমা তখনও "তালিকায় উঠে নাই, পেপার-বুক তখনও প্রস্তুত হয় নাই, এ অবস্থায় লোকে কখনই মুলতুবির প্রার্থনা করে না। তথাপি বিচারপতি কেন যে এবিষয়ে সন্ধান লইলেন এবং তাহার পর কেন যে দরখাস্ত হইল, ইহাও একটী বিষম প্রহেলিকা।

পেনেল সাহেবকে শ্বেতাঙ্গ সমাজে নিন্দিত বা তিরস্কৃত হইতে দেখিলে আমরা বিস্মিত হই না। যিনি নিরপেক্ষভাবে চলিয়া উপরি ভাগের চাকচিক্য অপসারিত করিয়াছেন, অভ্যন্তরীণ কালিমার গভীরতা জনসাধারণের গোচরে আনি-

য়াছেন, ইংরাজের রাজ্যে ন্যায়পরতার নামে কত অত্যাচার হয়, নিরপেক্ষতার নামে কত অবিচার হয়, সকলকে তাহা বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তিনি যে এদেশের ক্ষমতাপন্ন ইংরাজদিগের বিরাগভাজন হইবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এদেশের অনেক গুণধর রাজপুরুষ-দিগের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় অথবা অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশায় কিম্বা অপর কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে মিঃ পেনেলের অবজ্ঞা করেন।

পেনেল সাহেবের পাপ—ধান ভানিতে বসিয়া তিনি শিবের গীত গায়িয়াছেন। ইহাতে যাঁহারা দোষারোপ করেন, তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, ধানভানার সময় ভিন্ন যাহার শিবের গীত গায়িবার সময় নাই, তাহার গত্যন্তর কি? রায়ের এক স্থলে পেনেল সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সরকারি পত্র ও টেলিগ্রামের জন্যই তাঁহাকে এতদিন পরে আবার ছাপরা মোকদ্দমার উল্লেখ করিতে হইল। ছাপরার মোকদ্দমার কথা প্রাচীন হউক, আর অপ্রাসঙ্গিক হউক, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী-দিগের অপব্যবহারাদির ঈদৃশ প্রকাশ্য প্রমাণ বড়ই বিরল। পেনেল সাহেবের রায়ে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষের আরোপ করা যত সহজ—তাঁহার মত বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করা তত সহজ নহে। পরীক্ষায় পেনেল সাহেব যেরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন, বোল্‌টন বোর্ডিলন, এমন কি ছোট লাট উডবরণ পর্য্যন্ত সেরূপ স্থান অধিকার করেন নাই। এখন রাগ করিয়া পেনেলকে বোকা বা পাগল বলিলে চলিবে কেন?

পেনেল সাহেব নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মের সম্মান ও আপনার ন্যায়পরতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আদালতের

আদেশপত্রে ও বোর্ডিলন সাহেবের চিঠিতে প্রকাশ পাইতেছে যে, তিন মাসের অতিরিক্ত ছুটী ও আঠার মাসের ন্যায্য প্রাপ্য ছুটীর আশ্বাস এবং ছুটীর পর কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিবর্ত্তনের প্রলোভন, কিছুতেই এই ন্যায়পর বিচারককে বিচলিত করিতে পারে নাই! ইহার একটী বর্ণও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শ্বেতাঙ্গের দোষ চাপা দিয়া উপরি ওয়ালাদিগের হুকুম মত রায় লিখিলে, পেনেল সাহেব এ যাত্রা অব্যাহতি পাইতেন। বড় বড় রাজপুরুষদিগের মুখে চূণ কালি পড়িত না, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত যে "গা টিপাটিপির" ভিতরে থাকেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না. লোকে বাহ্য আড়ম্বরে মুগ্ধ হইত, মিষ্ট কথায় তুষ্ট থাকিত, আর মনে করিত, ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণে কি এতদূর অনুরোধ চলে?

পেনেল সাহেব ত্যাগ স্বীকার করিয়া, নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া, ভারতের ভাগ্য-চক্র কি ভাবে ঘুরিতেছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। যাঁহারা মুখে হুজুরের জয় বলেন, তাঁহারাও মনে মনে অনেক রাজপুরুষকে ধিক্কার দিতেছেন। প্রধান বিচারপতির আসনে নটবরের নাট্য দেখিলে, এখন আর কেহ বিস্মিত হইবে না। এদেশে সুবিচার কতদূর দুর্লভ, লোকে পেনেল সাহেবের অনুগ্রহে তাহা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। "বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী" বিবিরা মনে করিলে, একটু হাসিয়া আমাদিগকে কারাগারে পাঠাইতে পারেন, একটু নাচের সময় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, কালাআদমিকে কবর দেখাইতে পারেন, লোকের মনে এখন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে চলিল।

পেনেল সাহেবের চাকরি যাইতে বসিয়াছে। চাকরির মায়া করিলে, তিনি সারজন উডবরণের উচ্চ মাথা হেঁট করাইয়া

দিতে পারিতেন না, প্রধান বিচারপতির নামে লোকের যে ভক্তি ছিল, তাহা দূরীভূত করিতে পারিতেন না। তাঁহার ত্যাগ স্বীকার—ইংরাজের মহত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছে। আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যে জাতিতে পেনেলের মত মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহণ করেন, সে জাতি ধন্য। আমাদিগকে ক্ষুদ্রমনা ইংরাজের কথা ভুলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে অনিমেষ নয়নে পেনেলের মুখের দিকে চাহিতে হইতেছে।

পেনেল সাহেবকে যদি চাকরি ছাড়িতে হয়, লাঞ্ছনা সহিতে হয়, ভারতের শ্বেতাঙ্গদলে অবজ্ঞাত হইতে হয়, তাহাও গৌরবের বিষয়। পেনেল সাহেবের অনিষ্টে অনেকের মঙ্গল হইল, ইহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আজি যদি পেনেল সাহেব এই রায় না লিখিতেন, তাহা হইলে কি এবার হাইকোর্টে মিঃ বিহারিলাল গুপ্ত জজ হইয়া বসিতেন? মিঃ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কি কমিশনর হইতেন? দণ্ড বৃদ্ধিতে পদোন্নতি ব্যাপারের ষ্টেলি সাহেব কি এ আমলে উন্নতির মুখ এই ভাবে দেখিতেন? পেনেল সাহেবের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, আমাদিগের এই অভিনয়ে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় নাই। সত্য সত্যই দশ কুড়িটা কংগ্রেসের কাজ একা পেনেল সাহেব সারিয়া দিলেন।

আমরা মনের কথা মুখে আনিতে ভয় পাই। বুক ফাটিলেও শ্রীমন্দিরের বিভীষিকায় মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করি না। নচেৎ গ্রামে গ্রামে সভা হইত, লোকে স্পষ্টই বলিত যে, আমরা পেনেল সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ, তোমাদের আদালতের লীলা খেলায় আমাদিগের বিশ্বাস নাই, তোমাদিগের নিরপেক্ষতায় আমাদিগের আস্থা নাই, তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পার, কিন্তু

হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত করা তোমাদিগেরও অসাধ্য। মুখে বিনিই যাহা বলুন, রীলি সাহেব মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, এ বিষয়ে মনে মনে কি কাহারও সন্দেহ আছে ? গবর্ণমেণ্ট নিজমুখে যাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদিগের পদোন্নতি সাধনে সচেষ্ট থাকেন, এ কথা কে না জানে ? পেনেল সাহেবের কল্যাণে এ সকল কথা ভারত সম্রাটের পর্য্যন্ত কর্ণগোচর হইবে, ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

খৃষ্টানদিগের শাস্ত্রে বলে, প্রভু যীশুর মৃত্যুতে পাপী মানবকুল মুক্ত হইল, পাপভার দূরীভূত হইল। এখন পেনেল সাহেবের কর্ম্ম-ত্যাগে যদি ভারতের অত্যাচার-ভার দূরীভূত হয়, তাহা হইলে, এই বিষম অমঙ্গলও আমরা মঙ্গলের নিদান বলিয়া মনে করিব। যিনি অবৈধ স্বজাতি-প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন জাতীয় অধীন প্রজাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করা অধর্ম্মের কার্য্য জ্ঞান করিয়াছেন, যিনি পদোন্নতির প্রলোভনে বিচলিত হন নাই, পদত্যাগে সঙ্কুচিত হন নাই, সত্যের, ন্যায়ের ও সুবিচারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন, সেই মহামতি পেনেলের প্রতিকৃতি ভারতবাসীর হৃদয়-পটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। ময়দানে ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি না থাকুক, টাউনহলে প্রস্তরমূর্ত্তি দৃষ্ট না হউক, তাঁহার নাম ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় হইবে। ইংরাজ রাজ্য যদি ভারতে চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় ইংরাজের গুণেই হইবে। চাতুরীপূর্ণ বচনে বা পশু-বলে কেহ হৃদয়ের ভক্তি আকৃষ্ট করিতে পারে না ; কিন্তু স্নেহ, উদারতা ও নিরপেক্ষতার উপর যে অনুরাগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা কখনও শিথিল হয় না !

চতুর্থ অধ্যায়।

পেনেল শাসন।

বিচারপতি আমীর আলি ও প্রাট নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত আপীলের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া জন সাধারণের উদ্বেগ দূর করিয়াছেন। এখন বিচার শেষ হইয়াছে, সাদক আলি ভিন্ন দণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলেই অব্যাহতি পাইয়াছে, সাদক আলিরও পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু বিচারকর্ত্তা আমীর আলির কলমের যত জোর ছিল, বিচারপতি প্রাটের যেরূপ শক্তি, তাহা তাঁহাদিগের রায়ে প্রকাশ পাইয়াছে। দুই জনে মিলিয়া দেশের উচ্চতম বিচারাসনে বসিয়া নিরপেক্ষ দর্শনে যে অপূর্ব্ব আদেশ প্রচার করিয়াছেন, সম্ভবতঃ বঙ্গের জনসাধারণ—ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং প্রত্যেক পদস্থ রাজপুরুষ সেই আদেশ-লিপির রস-মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন। দুই জন জজে রায় লিখিয়াছেন, কি দুই খণ্ড পেনেল-বধ কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

পেনেল সাহেব বিচার করিতে বসিয়া অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন, অপ্রাসঙ্গিক বিবিধ বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ-পত্রের অধিকাংশের সহিত মূল মোকদ্দমার কোনই সংস্রব নাই, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিরা সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মূল মোকদ্দমার বিচারে বার বার পেনেল সাহেবের উপরে দোষারোপ না করিলে, তাঁহাদিগের কি পদোচিত গৌরবের হানি হইত?

সাদক আলির ফাঁসী হওয়া উচিত কি না, আনওয়ার আলি ও আসলামের দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ ন্যায়-সঙ্গত কি না, ইহাই বিচারপতিরা দেখিবেন, লোকে এইরূপ আশা করিয়াছিল। পেনেল সাহেব বাজে কথা লিখিয়াছেন কি না, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া হাইকোর্টের দুই জন জজ ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন, এমন আশা কেহই করে নাই। পেনেল সাহেবের শরীরও অন্য মানবের ন্যায় রক্ত-মাংসের। তিনি স্বর্গ হইতে পতিতোদ্ধারের জন্য অবতার হইয়া আসেন নাই। তিনি দেখিলেন, ছাপরার মোকদ্দমায় ন্যায়সঙ্গত বিচার করিয়া তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। যাঁহাদিগের কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষ দোষারোপ করিলেন, তাঁহারা পুরস্কৃত হইলেন, স্বাস্থ্যকর স্থানে নিযুক্ত হইলেন! আর তাঁহার ভাগ্যে পুরস্কার, লাঞ্ছনা—নোয়াখালিতে নিয়োগ!

রক্তমাংসের শরীরে এমন সময়ে কি ইচ্ছা হয়? কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য কি প্রণালীতে চলিতেছে, তাহা দেখাইয়া দিতে কি ইচ্ছা করে না? প্রলোভন, অনুরোধ প্রভৃতিতে বিচারের পথ এ দেশে সঙ্কীর্ণ হয়, কর্ত্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া অবিচার করিলেও পদোন্নতি ও প্রশংসা-লাভ হইতে পারে, অধিকন্তু নিরপেক্ষ বিচারে "উপর-ওয়ালা"-দিগকে "চটাইলে" লাঞ্ছনা ভোগই সার হয়, উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হয়, এ কথা সকলকে দেখাইয়া দিতে, জানাইতে, বুঝাইতে, নিগৃহীত ব্যক্তির কি ইচ্ছা হয় না? এইরূপ অবান্তর কথা বা অপ্রাসঙ্গিক কথা পেনেল সাহেব যদি না উত্থাপিত করিতেন, তাহা হইলে কি আজি এরূপ হুলস্থূল পড়িত? বঙ্গের লোকে সাদক আলির ফাঁসী হউক আর না হউক, তজ্জন্য উদ্বেগগ্রস্ত হয় নাই, সে

অন্য কৌতূহলাক্রান্তও হয় নাই। কিন্তু টিপাটিপি, প্রলোভন, ভীতি-প্রদর্শন, অনুরোধ, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তারযোগে মাহাত্ম্য-প্রকাশ, এই সকল লীলা দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল ও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছে।

পেনেল সাহেব অবান্তর কথা তুলিয়াছেন বলিয়াই এ সকল কথা আজি আমরা আলোচনা করিতে পারিতেছি। এ সকল অবান্তর কথা যদি না উঠিত, তাহা হইলে, তুমি আমি এ সকল তত্ত্বের আলোচনা করিবার অবসর পাইতাম না। পেনেল সাহেব অপ্রাসঙ্গিক কথা না তুলিলে, বিচারের বাহ্য দৃশ্য ভাল হইত, উপরের চাকচিক্য বেশ বজায় থাকিত, কিন্তু ভিতরের কার্য্য-প্রণালী, এই সমস্ত লীলা, এই পূতিগন্ধ-গলদ্-গোময় বাহ্য আবরণে লুক্কায়িত থাকিলে, আমাদিগের কি লাভ হইত? পেনেল সাহেব মোকদ্দমা হিসাবে অনাবশ্যক বহুসংখ্যক দলিল নথি-ভুক্ত করিয়া দেখাইলেন—এই তোমাদিগের প্রধান রাজপুরুষদিগের আচরণ! এই তোমাদিগের হাইকোর্টের মহিমা! এই তোমাদিগের ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা!! পেনেল সাহেব অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট না হইলে, এ সব কি প্রকাশ পাইত?

দারোগা ওসমান আলি সিদ্ধপীর হউক, আর রীলি সাহেব যুধিষ্ঠিরের অবতার হউক, আমরা পেনেল সাহেবের কথায় তাহাদিগের বিরুদ্ধে কুসংস্কার-গ্রস্ত হইতে চাহি না। কিন্তু জজ প্রাটের সভ্য ভাষার একটু নমুনা দেখাইতে চাহি। তিনি রায়ে লিখিয়াছেন—"গবর্ণমেণ্টের বেতন গ্রহণ করিয়া, যে সময় বিচার কার্য্যে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য, সেই সময়ে, যাঁহারা সরকারি কর্ম্মচারী বলিয়া কোনও কথার উত্তর দিতে অসমর্থ,

তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করা ভদ্রতার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।" বাহবা প্র্যাট! তোমার বালাই লইয়া মরি! তুমি পেনেলের বিচারের বিচার করিতে বসিয়াছ; সুবিচার হইয়াছে কি না, তাহা তুমি দেখিতে পার, কিন্তু পেনেল সাহেব বেতন গ্রহণ করেন কি না, তিনি গবর্ণমেণ্টের সময় কিরূপে নষ্ট করেন, তাহা দেখা কি তোমার কার্য্য? সেই সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য কি গবর্ণমেণ্ট তোমায় বেতন দেন? অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর উত্তর দিবার সুযোগ আছে কি না, পেনেল সরকারি সময় নষ্ট করেন কি না, হাইকোর্টের জজেরা কি সেই বিষয়ে মতামত-প্রকাশের জন্য নিযুক্ত? সরকারি সময়ের অপব্যবহার করিয়া এই কার্য্য করা যদি প্র্যাটের পক্ষে ভদ্রোচিত হইয়া থাকে, পেনেল সাহেবের সময়ে তাহা অভদ্রোচিত হইবে কেন?

"যদি জজ ম্যাজিষ্ট্রেটেরা তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা রায় লিখিবার ব্যপদেশে আলোচনা করিতে বসেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কেমন করিয়া নিরপেক্ষ বিচারের আশা করিবে? আর দেশের ফৌজদারী শাসনই বা কি প্রকারে ন্যায়পরতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইবে?" বিচারপতি প্র্যাটের এই কাতরোক্তি শুনিয়া আমরা বিস্ময়-বিহ্বল হইয়াছি। যদি দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের প্রধানতম বিচারপতি তার-যোগে বিচারককে অনুরোধ করিলে দেশের ফৌজদারী শাসন সুশৃঙ্খলার সহিত চলে, যদি লাটসাহেব বা তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা বিচারককে প্রলোভন বা ভীতি-প্রদর্শন করিলে বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তাহা হইলে রায়ে দুইটা বাজে কথা লিখিলেই কি সর্ব্বনাশ হয়? আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,

গবর্ণমেণ্ট প্র্যাট সাহেবকে যে বেতন দেন, তাহা কি দেশের ফৌজদারী শাসন কেমন করিয়া চলিবে সেই বিষয়ে ভাবিবার জন্য, না বিচার করিবার জন্য? প্র্যাট সাহেব পেনেলের যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহার নিজের সেই দোষ পদে পদেই ঘটিয়াছে, দেখা যায়।

এইস্থলে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য, শ্রীযুক্ত আমীর আলি ও শ্রীযুক্ত প্র্যাট সাহেব দেশের প্রধানতম আদালতের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহারা যদি কুসংস্কার বশে অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পেনেল সাহেব ধান ভানিবার সময়ে শিবের গীত গাইয়া বড় অধিক অপরাধ করেন নাই। আর রাজকর্ম্মচারীরা উত্তর দিতে পারিবেন না জানিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে তীব্রোক্তি-সম্বন্ধে হাইকোর্টের রায়ে বার বার যে দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাও অপ্রাসঙ্গিক। ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে সকল কথাই প্রকাশ করা যাইত। হাইকোর্টের কোন বিচারককে রাজকর্ম্মচারীদিগের ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা এ ভাবে করিতে হইত না।

নোয়াখালির পুলিশের রীলি সাহেব নির্দ্দোষ—এই কথা হাইকোর্ট বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং পেনেল সাহেবের কুসংস্কারপূর্ণ আদেশের প্রত্যাহার হইয়াছে—এ সংবাদে কেহই বিস্মিত হয় নাই। তবে পেনেল ভিন্ন অন্য জজের বিচারেও যে দারোগা ওসমান আলি ও কৈলাস কেরাণী অস্থায়িভাবে পদচ্যুত হইল, এ ব্যাপার বিস্ময়-জনক—সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। যাহা হউক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে রীলির নামে যে অভিযোগ হইয়াছিল—তাহার পরিসমাপ্তিতে

আমাদিগের কোনই বক্তব্য নাই—আমরা সে জন্য দুঃখিতও হই নাই। আমাদিগের দুঃখের একমাত্র কারণ এই যে, হাইকোর্টের বিচারে পর্য্যন্ত লোকের আস্থা রহিল না।

বিচারক মহাশয়েরা জেদের বশে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন, লোকের বিশ্বাস—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের অনুরোধে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন নাই—এ বিশ্বাস হয় ত ভ্রান্তিমূলক, হয় ত জনসাধারণের এগুলি কুসংস্কার। তথাপি যে কারণেই হউক, লোকের নিকট হাইকোর্টের মর্য্যাদা কমিয়াছে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আসামী সাদক আলির পুনর্ব্বার বিচার হইবে, তাহার ফাঁসী হওয়া উচিত কিনা, সেবিষয়ে প্রমাণাদি পরিগৃহীত হইবে. এ অবস্থায় হাইকোর্ট হইতে সাক্ষীদিগের সমালোচনা বা বিশ্বাস-যোগ্যতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ যে কতদূর গর্হিত, তাহা কি হাইকোর্টের জজ হইয়াও শ্রীযুক্ত আমীর আলি ও প্র্যাট বুঝিতে পারিলেন না? ইহাতেও যদি হাইকোর্টের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, গৌরব নষ্ট না হয়, তাহা হইলে আর কিসে হইবে?

যত অপরাধ সমস্তই পেনেল সাহেবের। পেনেল সাহেবের মত অবিবেচক, কাণ্ড-জ্ঞান-হীন সিভিলিয়ান এদেশে আসেন নাই, একথা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হাইকোর্টে বসিয়া যাঁহারা বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা কি পেনেল সাহেব অপেক্ষা শতগুণ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পদে পদে প্রদান করেন নাই? হাইকোর্টের রায়ে অবান্তর কথার আলোচনা হইয়াছে, কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করা উচিত, কাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার-কালে সাক্ষ্য-গ্রহণ করিবার অগ্রেই সে বিষয়ে মত প্রকাশ করা

হইয়াছে। এ অবস্থায় হাইকোর্টের উচ্চাসনে বসিলে পাপ হয় না, আর নোয়াখালির দায়রাতেই যত অপরাধ—এমন অদ্ভুত তত্ত্ব অন্য কোন দেশে কি শুনা যায় ?

পেনেল সাহেবের ধী-শক্তি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে উন্মাদ-গ্রস্তই বলুন, আর কাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্যই বলুন, তিনি যে পণ্ডিত, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও সুলেখক, সেবিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তিনি রায়ে অবান্তর কথার উত্থাপনে যদি দোষ করিয়া থাকেন, সে দোষ ন্যায়-পরতারই পরিচায়ক। নিজের পদোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে, তাঁহার প্রতি ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষদিগের এরূপ বিজাতীয় ক্রোধের উদ্রেক হইত না, তিনি অনায়াসে নায়েব মস্তকে পদাঘাত করিয়া আপনার উন্নতি-সাধন করিয়া লইতেন। কিন্তু পেনেলের হৃদয় স্বতন্ত্র উপাদানে নির্ম্মিত। তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে, আদেশ-পত্রে এ সকল কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ? তবে জানিয়া শুনিয়াও তিনি কেন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সন্নিবেশে বিরত হইলেন না ? ইহার একমাত্র কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এদেশে সুবিচারের পথ কণ্টকাকীর্ণ। তিনি এ দেশে পুলিশের কিরূপ ক্ষমতা তাহা জানিতেন, অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য উপরিওয়ালারা কি করিতে পারেন, না পারেন, সে বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, প্রবল পুলিশের হস্ত হইতে দুর্ব্বল নিহত ব্যক্তির আত্মীয়েরা কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, কিরূপে ভীষণ নর-হত্যার প্রতিবিধান হইবে, সুবিচারের পথ পরিষ্কৃত হইবে, ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ হইয়াছিল।

এ অবস্থায় মোকদ্দমার রায়ে অন্য বিষয়ের সন্নিবেশ না করিলে গত্যন্তর কি ? নিহত ব্যক্তি পেনেল সাহেবের

আত্মীয় ছিল না, আর সাদক আলিও তাঁহার বৈরী ছিল না। তিনি সুবিচারের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন, নিজের পদোন্নতির ও স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিবর্ত্তনের আশায় অবিচার করেন নাই, অবৈধ স্বজাতি-প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া বিচারকের দায়িত্ব বিস্মৃত হন নাই। এ অবস্থায় লোকে যে তাঁহার পূজা করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যে প্রধান বিচারপতি তারযোগে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার মুখ কোথায় রহিল? যে হাইকোর্ট তাঁহার প্রতি তীব্র ভাষার প্রয়োগ করিলেন, সে হাইকোর্টের মান কোথায় রহিল?

আজি গ্রামে গ্রামে লোকে পেনেলের পূজা করিতেছে। ইহা কি হাইকোর্টের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক? বাবাকপুর খুনের বিচার করিয়া যে প্রধান বিচারপতি ম্যাকলীন এক দিন লোকের ভক্তি-ভাজন হইয়াছিলেন, এখন লোকে তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া কি বলিতেছে? যাহারা মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতেছে, তাহারা হাইকোর্টের নামে ধিক্কার দিতেছে। যাহারা সে সাহসে বঞ্চিত, তাহারা পেনেলের জয় বলিতে পারুক আর না পারুক, ঘৃণা-বিস্ফারিত নেত্রে হাইকোর্টের দিকে চাহিতেছে। এই যে পেনেলের অভ্যর্থনা—ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ,—"কর্ত্তব্যপরায়ণ পেনেল! আমরা তোমার গুণগ্রাহী। যে হাইকোর্ট তোমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, সেই হাইকোর্টের মতামত আমরা গ্রাহ্য করি না, যে বিচারকেরা তোমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা তোমার পাদুকা স্পর্শেরও অযোগ্য। আমরা তোমার অভ্যর্থনা করিয়া জানাইতেছি যে, যে বিচারপতিরা তোমার উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই অপদার্থ, যে বিচারালয়ে

তোমার লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে, সে বিচারালয় আমাদিগের ঘৃণার উপযুক্ত।"

পেনেল সাহেবের প্রতি এই আন্তরিক অনুরাগের কারণ কি? যাঁহারা রাজ-ভক্ত, শান্তি-প্রিয়, সুবিচারের অনুরাগী, তাঁহারা আজি এইরূপে পেনেলের প্রতি ভক্তি দেখাইতেছেন কি জন্য? একবার নিরপেক্ষ ভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রকাশ পাইবে, যে সকল ইংরাজ পেনেল সাহেবের মত ন্যায়-পথে বিচরণ করিবার প্রয়াসী, সকলেই তাঁহাদিগকে ভক্তি করে। কিন্তু যে সকল রাজপুরুষ অধীন কর্ম্মচারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য গোপনে অনুরোধ করেন, প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শনে সুবিচারের পথ কণ্টকিত করেন, তাঁহাদিগের পদ যতই উচ্চ হউক না কেন, তাঁহারা আমাদিগের ঘৃণার পাত্র। বলে বাক্য-রোধ সম্ভবে, কিন্তু চিত্ত বশীভূত করা পশু-বলের কর্ম্ম নহে। আজি যে সার জন উডবরণ পর্য্যন্ত লোকের হৃদয়ে উচ্চ আসন লাভে অসমর্থ হইলেন, লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় মিষ্টভাষী শাসন-কর্ত্তাও লোকের দৃষ্টিতে খর্ব্বতা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ কি? পেনেলের ন্যায়নিষ্ঠায় অনেক গুপ্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল, ইহাই রাজপুরুষদিগের ক্রোধের কারণ।

পেনেল সাহেব মোকদ্দমায় অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়াছেন, এ দোষ তাঁহার। কিন্তু এই অপ্রাসঙ্গিক কথা না তুলিলে, এই সকল ব্যাপার লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কেমন অনুরোধ করেন, ছোট লাট পরিভ্রমণ করিতে গিয়া কি বলিয়া আসেন, সেক্রেটারীরা স্থান-পরিবর্ত্তন বিষয়ে কিরূপ প্রলোভন ও ভয় দেখান—পেনেল

সাহেবের অনুগ্রহে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ কথা জানিতে পারিয়াছে। এ সকল কথা যে নথি-ভুক্ত হইয়াছে, প্রাসঙ্গিকই হউক, আর অপ্রাসঙ্গিকই হউক, তাহার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ পেনেল সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ।

পঞ্চম অধ্যায়।

অভ্যর্থনা।

—:•:—

পেনেল সাহেবের অভ্যর্থনা-ব্যাপার দেখিয়া এদেশের কোন কোন রাজপুরুষ বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহাকে দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত হইতে তিরস্কার করা হইল, যিনি রাজপুরুষদিগের রোষকষায়িত লোচনের তীব্র দৃষ্টিতে অধমের অধম হইবেন ভাবিয়া অনেক সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাঁহাকে লোকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে অগ্রসর হইল, ইহা কি বিস্ময়ের ব্যাপার নহে? কোথায় হাইকোর্টের বিচারের পর, বিচারপতি আমীর আলির আলোচনার অবসানে, জষ্টিস্ প্রাটের তীব্র বাক্যবাণ-প্রয়োগান্তে, পেনেল সাহেবের উপর লোকের ঘৃণা ও অভক্তি হইবে, না অন্তরের প্রীতি, হৃদয়ের ভক্তি, অকৃত্রিম অনুরাগের উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। বিচারপতি আমীর আলি এবার মহরমের ছুটিটা নোয়াখালিতে কাটাইয়া আসিলে বড়ই ভাল হইত।

দেশের লোকে হাইকোর্টের চূড়ান্ত বিচারে কিরূপ ভক্তি প্রকাশ করিতেছে, লোকের নিকট হাইকোর্টের মতের মূল্য কত অধিক, আদালত গৃহের বাহিরে আসিলেই জজেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। একবার পেনেলের অভ্যর্থনা দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিয়া আসিবেন। সার বার্ণস পিককের দিনের হাইকোর্ট ও এখনকার হাইকোর্টে কি প্রভেদ, তাহা বুঝিতেও কি তাঁহাদিগের বিলম্ব হইবে? পেনেলের শত দোষ থাকিলেও তিনি আজি আত্মোৎসর্গ করিয়া মহত্ত্বের যে আসনে বসিলেন, হাইকোর্টের জজ কেন, অনেক লাটেরও পক্ষে সে আসন দুর্লভ। ইহা পদস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি

ভয়ে ভক্তি নহে, স্বার্থ-প্রত্যাশীর কার্য্যোদ্ধারার্থ অনুরাগ নহে, ইহা পদচ্যুত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত রাজ-কর্ম্মচারীর প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিম আকর্ষণ। কূপ-মণ্ডুকেরা আপনার আসনে বসিয়া স্পর্দ্ধা করেন, একবার বাহিরে দেখুন, তাঁহাদের মতের মূল্য কি!

হিতবাদীর সংবাদ-দাতা পেনেল সাহেবের অভ্যর্থনার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"বিগত ১৭ই এপ্রিল ফেণী হইতে টেলিগ্রাম আসিল, অদ্য দিবা ২ ঘটিকার সময় মহাত্মা পেনেল নোয়াখালি রওনা হইবেন।"

টেলিগ্রাম আসিবা মাত্র এ সংবাদ, কি জানি কি সূত্রে, সমস্ত সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ক্রমে গ্রাম উপগ্রাম পেনেলের জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দিবা অনুমান ৩ ঘটিকার সময় পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সহর খানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। অবস্থানুসারে কেহ দ্বারে কদলী বৃক্ষ বসাইল, কেহ বা প্রবেশ-পথের সম্মুখে, পত্র-পুষ্প তোরণ দ্বারা সাজাইয়া, পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিল, ক্ষণকাল সমগ্র নগর যেন স্বর্গের বিমলানন্দে মাতিয়া উঠিল।

ক্রমে জনস্রোত সহরের দুই মাইল অন্তরে অবস্থিত তক্তার পুলের নিকট মিঃ পেনেল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। অনুমান ৫ ঘটীকার সময় পেনেল সাহেব এক খানা ঘোড়ার গাড়িতে তক্তার পুলের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেই সময়ের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। গাড়ী তথায় আসিবা মাত্র গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল। মানুষে ধরাধরি করিয়া গাড়ি টানিতে লাগিল, নিশান হস্তে অনুমান ৮০০ কি ৯০০ গ্রাম্য লোক ও সহরের স্কুলের ছাত্র রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। ন্যূনপক্ষে দশ সহস্র লোকের সমাগম ও কোলাহলে, বোম বন্দুকের শব্দে, সমবেত পুর-নারীগণের মঙ্গল-ধ্বনিতে, যাত্রাদলের ছেলেদের সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে, স্কুলের ছেলেদের জয়ধ্বনিতে নোয়াখালি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। মিঃ পেনেলের গলে পুষ্পমালা আর ধরে না! গাড়ীর ঘোড়া মানুষ, দুই পার্শ্বে চামারওয়ালা, মস্তকে সিল্কের রাজদণ্ড, তাহার উপর বহু-মূল্য রাজমুকুট! সে শোভা

বর্ণনা করা অসাধ্য। পেনেলের প্রতি লোকের আন্তরিক অনুরাগের আকর্ষণ যে কিরূপ, যিনি এই ক্ষুদ্র সহর থানার ব্যাপার দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

মিঃ পেনেল সাহেবকে ১টি সোনার মেডেল দেওয়া অনেকের মত ছিল, কিন্তু পেনেল সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সকল ভিন্ন বাঙ্গালা কবিতায় অভিনন্দন-পত্র কতই যে প্রণীত ও প্রদত্ত হইয়াছিল, বলিতে পারি না। যেগুলি হস্তগত হইয়াছে, সে গুলিও প্রকাশিত করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। একখানি উপহার-পত্রে লিখিত ছিল,—

"রক্ষিতে সত্যের মান পেলে কত অপমান
কিন্তু হলো ভারতের অশেষ মঙ্গল।"

শুদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহানুভূতি নহে, শুদ্ধ উকীল বাবুদিগের ভাবের উচ্ছ্বাস ও ছাত্রদিগের হুজুক নহে, ইহা সমগ্র নোয়াখালির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগের অভিব্যক্তি মাত্র। হাইকোর্ট হোসেন আলিকেই অবিশ্বাস করুন, আর তোরাপকেই অবিশ্বাস করুন, রিলী সাহেবের প্রশংসা করুন আর ওসমান আলি দারোগার গুণকীর্ত্তন করুন, দণ্ডপ্রয়োগে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি হাইকোর্টে আছে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত করা হাইকোর্টেরও অসাধ্য। সমগ্র ভারতের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পেনেল সাহেব ভক্তির পাত্র। উক্তির অপ্রাসঙ্গিকতাই থাকুক, আর অবান্তর কথার বাহুল্যই থাকুক, পেনেল সাহেব যে অবিচারে বিরক্ত, সুবিচারের পথ প্রসারিত করিবার জন্যই যে তিনি রায়ে ও নথিতে কষ্ট করিয়া অপ্রয়োজনীয় দলীল ও অনাবশ্যক বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। পেনেল সাহেব যত দোষই করুন, তিনি সুবিচার চাহেন, পাছে অবিচার হয়, এই আশঙ্কায় এমন করিয়া আট ঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

হাইকোর্ট যতই দোষারোপ করুন, তাহার ফলে পেনেল সাহেবের আর কি ক্ষতি হইবে? হাইকোর্টে লাঞ্ছনার ফল—লোকের এই অভিনন্দন। বিমুখ জজদিগের বিরক্তির ফল—জনসাধারণের অভ্যর্থনা। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী সাক্ষাৎকারে অসম্মত ছিলেন, শত শত সরলহৃদয় গ্রামবাসী তাঁহার

গাড়ী টানিতে আসিয়াছিল। জজ সাহেবেরা এসকল দেখিয়া শুনিয়া মুখ বিকৃত করুন, কিন্তু নোয়াখালির সহস্র সহস্র মুসলমান সরল হৃদয়ে আল্লার নাম করিয়া যে পেনেলের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে, হিন্দুমুসলমান এক সঙ্গে যে পেনেলের জয় গান করিতেছে—তাহা কি তাঁহাদিগের মতের তীব্র প্রতিবাদ নহে ?

রিলী সাহেব শ্বেত-চর্ম্ম, পেনেল সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে দোষী মনে করিয়াছিলেন। পাছে সাহেব বলিয়া তাঁহার দোষ গোলেমালে চাপা দেওয়া হয়, এই আশঙ্কায় পেনেল সাহেব সতর্ক হইয়া চলিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার উপর এত অনুযোগ। রিলী সাহেব প্রকৃতপক্ষে দোষী কি না, তাহা সর্ব্বজ্ঞই জানেন ; কিন্তু তিনি শ্বেতাঙ্গ না হইলে, তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য এত কাণ্ড হইত না, ইহা আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি। পেনেল সাহেব অনুরোধ শুনেন নাই, তাই একদিকে তাঁহার এত লাঞ্ছনা অপর দিকে তাঁহার ঈদৃশ অভ্যর্থনা। একদিকে দোষারোপ, অপর দিকে দেশবাসীর জয়ধ্বনি।

পেনেলের অভ্যর্থনা একদিনের ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাস নহে। যতদিন এ দেশে কৃতজ্ঞতা বলিয়া পদার্থ থাকিবে, যতদিন নিরপেক্ষতার সম্মান থাকিবে, ততদিন হৃদয়-মন্দিরে পেনেলের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া লোকে পূজা করিবে, সন্দেহ নাই। আর যদি কখনও কোন ব্যক্তি ভারতের আধুনিক ইতিবৃত্তে বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য-সংক্রান্ত ইতিহাসের সঙ্কলন করেন, তাহা হইলে, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পেনেলের গুণ গান না করিয়া তিনি কখনই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

চারিদিকে পেনেল সাহেবের অভ্যর্থনার যে এত ধুম লাগিয়াছে, ইহাতে সকল রাজপুরুষ সন্তুষ্ট নহেন, বলাই বোধ হয় বাহুল্য। কাজেই রাজপুরুষেরা পেনেল সাহেবের উৎসবে ও অভ্যর্থনায় আনুকূল্য করিবেন, এ আশা আমরা আদৌ করি নাই। নোয়াখালিতে টাউনহল পাওয়া যায় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। আমাদের পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—

"নোয়াখালির স্থানীয় জমিদার তালুকদার প্রভৃতির নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটী হল প্রস্তুত করা হইয়াছে, এই হলের নাম নোয়াখালি

টাউন হল। সাধারণের ও রাজনীতিক সভা সমিতি, নাটক সিনামেটো গ্রাফ প্রভৃতি প্রায়ই এই হলে হইতে দেখা যায়। এই হলের ভাড়া দুই টাকা মাত্র। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ হইয়া থাকেন (বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার কারগিল, মিঃ পেনেলের মামলায় ও সংবাদ পত্রে পাঠক অবশ্যই সে কথা অবগত হইয়া থাকিবেন)।

পেনেল সাহেবের আগমন উপলক্ষে প্রথমতঃ সাধারণ লোকে এই হলের জন্য দরখাস্ত করে; সাধারণের আবেদন গ্রাহ্য নহে বলিয়া আবেদন নামঞ্জুর হয়। তৎপরদিন জুগুদিয়ার জমিদার বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরি, জজ কোর্টের প্লীডার বগলা বাবু মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর ও লোকাল বোর্ডের কমিশনার করুণা বাবু প্লীডার প্রভৃতি বিশিষ্ট লোক এই হলের জন্য আবেদন করেন।

প্রেসিডেণ্ট মিঃ কারগিল এই আবেদন পাইয়া কতিপয় সদস্য বা মেম্বরকে কমিটীতে ডাকিলেন। জজকোর্টের প্লীডার গোবিন্দ বাবু ব্যতীত অপর ৪ জন একই পাঠ পড়িলেন। ব্যাপার খানা কি? মিঃ কারগিল কিন্তু নিজে কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

"যাহা হউক, টাউন হল না পাওয়াতে বা রঙ্গভূমির পটাদি না পাওয়াতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। একটী বৃহৎ সরোবরের তীরে সুবিস্তৃত মাঠে আসর সাজাইয়া উৎসব করা হইয়াছে। যাত্রা গান, নাটক "টিপার্টি" বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়াছে। আলোকের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। দোকানদারগণ এ কার্য্যে ব্রতী থাকায় ঝাড়, লণ্ঠন, টেবিল, চেয়ার, আসবাব কিছুরই অভাব হয় নাই। অপর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত লোক সমাগমেও কোলাহল কি গোলমাল হইতে দেখা যায় নাই। লক্ষ্মীপুর মহকুমা হইতে থিয়েটারের দৃশ্যপটাদি আনীত হইয়াছিল। নোয়াখালি স্কুল বুক সোসাইটীতে বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ-প্রকাশিত মিঃ পেনেলের বিজয় সঙ্গীতের বহু সংখ্যা বিক্রীত হইতেছে।"

২৩শে এপ্রেল পেনেল সাহেব বরিশাল যাত্রা করেন। সেখানেও রীতিমত অভ্যর্থনা হইয়াছিল। পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ দোদুল্যমান পত্র পুষ্প কিশলয় প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বর, কিন্তু লোকের অকৃত্রিম ভক্তির নিকট, সে

সকল পরাভূত হইয়াছে। হিতবাদীর বরিশালস্থ সংবাদদাতা বলেন— এখানেও টাউন হল পাওয়া যায় নাই। তবে এ বিষয়ের প্রধান আপত্তি-কারী ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন সাহেব—দেশের লোকে আপত্তি করে নাই, ইহাই দেখিতে শুনিতে সুখকর। কুলাঙ্গার সর্ব্বত্রই আছে, ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন নোয়াখালির কারগিল সাহেবের ন্যায় চতুর হইলে, নিজে নীরবে থাকিয়া আমাদিগের কুল-প্রদীপদিগের দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার করাইয়া লইতেন। কিন্তু এই দুর্ব্বিনীত যুবক ওয়েষ্টন যেমন গর্ব্বিত, তেমনই নির্ব্বোধ; সুতরাং স্পষ্ট ভাবেই টাউন হল দিতে স্বয়ং আপত্তি করিয়াছে।"

টাউন হল না দিলেও অভ্যর্থনা হইয়াছে। লোকের হৃদয় মন্দিরে পেনেল্ সাহেবের জন্য যে আসন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার গৌরব শত শত ওয়েষ্টনও ঢাকিতে পারিবেন না। সাধারণ লোকের অর্থে যে গৃহ নির্ম্মিত হইল, সাধারণে ইচ্ছা করিলে তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! অধ্যক্ষতা-ভার কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের উপর বিন্যস্ত হইলে, ইহা ভিন্ন আর কি ফলের আশা করা যাইতে পারে ?"

স্পষ্টতঃ হউক আর প্রকারান্তরে হউক, অভ্যর্থনায় আপত্তি করিয়া কোন ফলই ফলিবে না। সে যাহা হউক, অভ্যর্থনা ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের ও হাইকোর্টের যদি চৈতন্য লাভ হয়, তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব। পেনেল সাহেব ভারত পরিত্যাগ করিয়া গেলেও চিরদিন লোকে মনে মনে তাঁহার পূজা করিবে; কিন্তু হাইকোর্ট কতদিনে আবার পূর্ব্বের মত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন।

পেনেল-কীর্ত্তির উপসংহারে কয়েকটী প্রশ্ন স্বভাবতঃ লোকের মনে সমুদিত হয়। পেনেল সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে পাগল, একথা কেহ মনে করিতে পারিবেন না; কারণ তিনি উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কোন কার্য্যই করেন নাই। তাঁহার রায়ে অবান্তর কথার সন্নিবেশই থাকুক, আর ভাষার তীব্রতাই থাকুক, তিনি কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার পরিচয় কুত্রাপি প্রদান করেন নাই। বরং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল অবান্তর কথার সার্থকতা আছে, তীব্রতায় মনের আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। যদি কেহ এরূপ বিবেচনা করেন যে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া পেনেল সাহেব কর্ত্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ

করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সে ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ ছাপরার মোকদ্দমায় পেনেল সাহেবের কথা প্রকৃত—ইহা সর্ব্বসম্মত, কেহই এ পর্য্যন্ত সে কথা অস্বীকার করেন নাই, এবং এ মোকদ্দমাতে যিনি যাহা বলুন, নোয়াখালির পুলিশ যে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণার্হ, তাহা আর একজন স্বাধীন বিচারক স্বতন্ত্র মোকদ্দমাতে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নোয়াখালির নোট চুরির মোকদ্দমা ও পাইট বা পীট সাহেবের বিচারের কথা এস্থলে পুনরাবৃত্তির যোগ্য। গত ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাস্কুর আলি চৌধুরী নামক নোয়াখালি জেলার একজন সম্ভ্রান্ত তালুকদার বরিশালের এক ব্যক্তির নিকট হইতে ৬ হাজার টাকা ধার করিয়া আনেন, নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তিনি করেন্সী নোটই লইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নোয়াখালীতে তাঁহার বাসা হইতে সব নোট গুলি চুরি যায়। থানায় সংবাদ দেওয়া হয় ও অপহৃত নোটের নম্বরাদির বিবর বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাধারণে প্রচারিত হয়। প্রথমে পুলিশ তদন্তে কোন ফল হইল না। ইহার কিছুদিন পরে, অপহৃত নোটের কয়েকখানা কলিকাতায় করেন্সী আফিসে ভাঙ্গান হয়। ইত্যবসরে সবইন্সপেক্টর ওসমান আলি, মহেশচন্দ্র গুহ নামক কলেক্টারির এক ক্লার্ককে নোট চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয়। বিচারে মহেশচন্দ্র ও তাহার পুত্র দণ্ডিত হয়। আসামীরা নূতন জজ পীট সাহেবের নিকট দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করে।

আপীলে আসামীদিগের বিশেষ কোনও সুবিধা না হইলেও পুলিশের অনেক গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আসামী পক্ষের উকিল বলেন, যেরূপেই হউক নোটগুলি ওসমান আলি ও রীলি সাহেবের হেডক্লার্ক কৈলাস চন্দ্র দেবের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু পাছে তাহাদের উপর কোনও প্রকার সন্দেহ পড়ে, এইজন্য তাহারা মহেশচন্দ্রের নামে একটা জাল মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়াছেন। পীট মহোদয় রায়ে লিখিয়াছেন যে, এই অপহৃত নোটগুলির সহিত ওসমান আলি ও কৈলাসের কিছু না কিছু স্বার্থ সংস্রব ছিল বলিয়া বিশেষ সন্দেহ হয়। ওসমান যেরূপ ভাবে এই ব্যাপারে অনধিকার তদন্তে প্রবৃত্ত হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট কারগিল যেরূপে পুলিশের কথায় অকারণে মহেশচন্দ্রকে দীর্ঘকাল হাজতে ফেলিয়া রাখেন, রীলি সাহেব যেরূপ সম্পূর্ণ

রূপে তাঁহার হেড কেরাণীর বশীভূত, জজ অতি তীব্রভাবে তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ওসমানের ন্যায় যথেচ্ছাচার পুলিশ কর্ম্মচারী তিনি ইতঃপূর্ব্বে কোথাও দেখেন নাই। নোয়াখালির মধ্যে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, তিনি এই নোট-চুরি ব্যাপারে ওসমান আলির ব্যবহার-সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

তাহার ফলে ওসমান আলি ও কৈলাস কেরাণীর অস্থায়িভাবে পদচ্যুতি ঘটিয়াছে, পুলিশের স্বতন্ত্র লোকে তদন্ত করিবার নিমিত্ত নোয়াখালিতে প্রেরিত হইয়াছে, অনুষ্ঠানে কোনই ত্রুটী হয় নাই। তবে ফলাফলের কথা স্বতন্ত্র।

সে, যাহা হউক, আমরা সেই নোটচুরি-মোকদ্দমার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। ওসমান আলি ও কৈলাস কেরাণীর সম্বন্ধে লোকের এবং স্বতন্ত্র বিচারপতির যে ধারণা, পেনেল সাহেবও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন, শুদ্ধ এইটুকু দেখাই আমাদিগের অভিপ্রেত। এইটুকু দেখিলে পেনেল সাহেবের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। তিনি দেখিতেছেন, পুলিশের অসীম প্রতাপে সুবিচারের পথ কণ্টকিত—তাই ইংরাজ শাসনের গৌরব রক্ষার্থ, ন্যায়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে।

হাইকোর্টে যাহাতে সুবিচার হয়, পেনেল সাহেব তজ্জন্যই লালায়িত ছিলেন। তিনি রীলি সাহেবের সাক্ষ্য কেন অবিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রায় পড়িলেই বুঝা যায়।

সাদক ও ওসমান আলীকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিতে গিয়া রীলি বিষম ফাঁদে পড়িলেন। রীলি সাহেব পরস্পর বিরোধী ও অসম্ভব কথা বলিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট ইজেকেলের আদেশানুসারে কার্য্য করেন নাই। হাইকোর্ট রীলি সাহেবকে অব্যাহতি দিয়াছেন সত্য, কিন্তু রীলিকে নির্দ্দোষ বলিতে সাহসী হন নাই। মূল ইংরাজী রায় পড়িলেই প্রকাশ পাইবে, জজেরা বলিয়াছেন, "পেনেল সাহেব বিচারকের পদোচিত ধীরভাবে বিচার করিতে পারেন নাই; এই জন্যই আমরা রীলি সাহেবকে নিষ্কৃতি দিলাম।" ইহার উপর আর কথা কি?

এক্ষণে দেখা গেল, পেনেল সাহেবের আগ্রহ বিদ্বেষমূলক নহে। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার ভাষায় যে তীব্রতা ছিল, এদেশের লোকে সে তীব্রতার বিরোধী হইলেও তাঁহার প্রশংসা করিতেছে। প্রথমে পেনেল সাহেব গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে ছোটলাট ও বড়লাট-সম্বন্ধে অনেক অসম্ভ্রমসূচক কথা ছিল, এই কারণে সে পত্র ভারত সচিবের নিকট দাখিল হয় নাই, একথা পাঠক বোধ হয় বহু পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। পেনেল সাহেব শিষ্টাচার জানেন না! বিলাতে চোর ঘড়ি কাড়িয়া লইবার জন্য একহাত বাড়াইয়াছে, অপর হাতে রিভলভার ধরিয়া আছে, নড়িলে চড়িলে বা গোল করিলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু! এ অবস্থাতেও চোরে একটা "প্লীজ" বা তদ্বৎ অন্যান্য সম্ভ্রম-সূচক কথা বলে। এমন শিষ্টাচারের দেশে পেনেল সাহেবের বাড়ী, তথাপি তিনি গবর্ণমেণ্টকে শিষ্টাচার দেখাইতে পারিলেন না, একি সামান্য দুঃখের কথা!

প্রধান বিচারপতি বে-আইনি কার্য্য করিয়াছেন, চাপা দিবার চেষ্টা ছিলেন, লর্ড কর্জ্জন ও সারজন উডবরণের প্রতিও এই ধরণের ভাষায় অনেক উক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল উক্তি শিষ্টাচার-সঙ্গত হয় নাই। পেনেল সাহেব সুলেখক, ভাষার তীব্রতা পরিহার করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে তিনি অসমর্থ নহেন। এক কথা তিনি দশ ভাবে লিখিতে পারেন। তাঁহার এসময়ে চতুরতার সহিত মনের ভাব ব্যক্ত করা উচিত। এখন স্পষ্ট কথা অপেক্ষা শিষ্টাচারের সম্মান অধিক। কাজেই পেনেল সাহেব দ্বিতীয়বারে সসম্ভ্রমে পত্র লিখিয়াছেন। সাদকালির পুনর্ব্বিচার সম্বন্ধেও তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নাই। তিনি বলিয়াছেন, "রীলি সাহেবের সহিত আমার কখনও কোনরূপ মনোমালিন্য ছিল না। একথা যেন জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয়। এ বিষয়ে আমার নিকট রীলির পত্রাদি আছে।"

এ অবস্থায় লোকে পেনেলের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেছে, না করিবে কেন? যে আদালত বা কর্ম্মচারী পুলিশের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, স্বভাবতঃ লোকে তাঁহাদিগেরই প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। এই অভ্যর্থনার ইহাই প্রকৃত কারণ।

সাদক আলির পুনর্ব্বিচার।

হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে সাদক আলির পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবার বিচার-কর্ত্তা পীট সাহেব নূতন করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণ লইয়াছেন, যতদূর নিরপেক্ষ ভাবে বিচার দণ্ডের পরিচালনা সম্ভবপর, মানব শক্তির আয়ত্ত, পীট সাহেব ততদূর কুসংস্কারশূন্য মানসেই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। কাজেই কুসংস্কারের কথা, ভেদের কথা, অবান্তর প্রসঙ্গের কথা, এবার কাহারও আর কোন বিষয়ে কথা কহিবার উপায় নাই। পীট সাহেব অন্য কথার কোনই আলোচনা করেন নাই।

বিচারের প্রাক্কালে বিচারক যখন এসেসরদিগকে সতর্ক ও কুসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন—এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আপনারা নানাপ্রকার কথা শুনিয়া আসিতেছেন; সে সকল কথাই এখন মন হইতে দূরীভূত করুন, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, সে কথা পর্য্যন্ত আদৌ গ্রাহ্য করিবেন না, তখন লোকে বুঝিয়াছিল যে, এই বিচারক পূর্ব্বসঞ্চিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিচার করিবেন না। হাইকোর্টের দুইজন বিচারপতির মত প্রকাশ বিষয়ে এই প্রকার মন্তব্য দেখিয়া অনেকে মনে মনে আনন্দিতও হইয়াছিলেন। কারণ এই প্রকার অধঃপতন-সত্ত্বেও এই হাইকোর্টই আমাদিগের শেষ আশার স্থল। এখনও চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আমরা হাইকোর্টের

মুখ চাহিয়া থাকি। এখনও হাইকোর্টের কতকগুলি বিচার পতির দিকে আমরা ভক্তিপূর্ণনেত্রে অবলোকন করি। সেই হাইকোর্টের বিচারপতিরা বিচারাধীন ব্যাপার সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই মত দায়িত্বহীন, কাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্য লোকের মতামতের ন্যায় উপেক্ষার যোগ্য, একথা প্রত্যেক ব্যক্তির স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধস্তন বিচারালয়ে বসিয়া একজন বিচারকর্ত্তা যদি হাইকোর্টের প্রভুদিগের এ ত্রুটী দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমাদিগের মনেও সৎসাহস এবং আশার সঞ্চার হয়।

যে মুখে পুনর্বিচারের আদেশ, সেই মুখেই কোন প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য, কোন্ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা উচিত, তাহার সমালোচনা হাইকোর্টের জজে করিতে পারেন, আমরা পূর্ব্বে কখনও তাহা মনে করি নাই। হাইকোর্টের জজ কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইলে, নিম্ন আদালত সাহসসহকারে তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন—অনেকের সে ধারণা ছিল না। মহামতি পীটের ব্যবহারে লোকে নিরপেক্ষ বিচারকের আর এক মূর্ত্তি দেখিলেন। সে যাহা হউক, সাধক আলির পুনর্বিচার যে এইরূপ নিরপেক্ষ জজের হস্তে পড়িয়াছিল, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

এবার সাক্ষীদিগের এজাহার পুনঃগৃহীত হইল, ঘটনাস্থলের পরীক্ষা, "নক্‌সার" ত্রুটী সংশোধন, প্রভৃতি কোন বিষয়ে অমনোযোগ দেখা যায় নাই। বিচারপতি আসামীর অনুকূলে কি প্রতিকূলে কোন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলেন নাই নূতন সাক্ষীদিগের পরীক্ষাই বলুন, আর পুরাতন সাক্ষীদিগের এজাহারই বলুন, কোন বিষয়ে কোন পক্ষের আপত্তি করিবার

একটী কথাও ছিল না। কৈলাস কেরাণী, রীপি সাহেব, ওসমান্ আলি, প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। বিচারক প্রত্যেকের কথাই যথোচিত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। কি সংবাদ-পত্রের সমালোচনা, কি জনসাধারণের অন্দোলন, কি হাইকোর্ট জজদ্বয়ের মত প্রকাশ, বিচারপতি গীট সাহেব কিছুতেই বিচলিত বা কুসংস্কার-গ্রস্ত হন নাই।

গীট সাহেব যখন এসেসরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা আসামীকে দোষী মনে করেন, কি নির্দ্দোষ বিবেচনা করেন, তখন এসেসরদ্বয় একবাক্যে বলিলেন আসামী দোষী। বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হোসেন তোরাপ প্রভৃতির সাক্ষ্যে আপনারা বিশ্বাস করিয়াছেন কি না, তাঁহারা উভয়েই তখন বলিলেন, আমরা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখি না। জজ সাহেবও আসামী সাদক আলিকে হত্যাকারী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। হত্যাকারী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

পেনেল সাহেব সাদক আলিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। গীট সাহেব তাহা করেন নাই, তাহার কারণ, প্রথমতঃ তিনি প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী নহেন। দ্বিতীয়তঃ জজ ও এসেসরেরা প্রত্যেকেই মনে করেন, সাদকালি একাকী এ পাপের নায়ক নহে, এবিষয়ে তাহার অন্যান্য সহযোগী ছিল। কাহার আঘাতে হতব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহা এখনও স্থির করা যায় না। অধিকন্তু একবার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পাইয়া ও পরে পুনর্ব্বিচারের আশা লাভ করিয়া, আসামী যখন সংশয়ে, ভয়ে ও উদ্বেগে কর্ম্মভোগ করিতেছিল, তখন এতদিন পরে তাহাকে ফাঁসী দেওয়া বড়ই নিষ্ঠুরতার কার্য্য হয়। এই সকল

দেখিয়া শুনিয়া গীট সাহেব আসামীকে দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি প্রদান করিলেন।

দণ্ডের সম্বন্ধে আমাদিগের বলিবার কোন কথাই নাই। আমরা এই পুনর্ব্বিচারে দেখিলাম, পেনেল সাহেব আত্ম-দুঃখের বিবৃতিই করুন, আর অবান্তর কথার আবৃত্তিই করুন, তিনি অবিচার করেন নাই। স্বতন্ত্র একজন বিচারক নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া সেই আসামীকে সেই দোষেই দোষী স্থির করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কুসংস্কারে, নিজের দুঃখে, আনুষঙ্গিক জ্ঞানে, কিছুতেই সুবিচারে অন্যথা ঘটে নাই। যাঁহারা "ধান ভানিতে শিবের গীত" শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই কথাটা যেন স্মরণ রাখেন।

পেনেল সাহেব বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বেই তিনি গবর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞাসূচক একটী টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ তাঁহার পক্ষে অবৈধ, এ কথা তাঁহাকে তার যোগে জানান হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে পেনেল মহোদয় অনুমতি প্রার্থনা করিয়া একটা বিনীত আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "এরূপ অনুমতি যে আবশ্যক, তাহা আমি আদৌ জানিতাম না, আর ছোটলাট বা ভারত গবর্ণমেণ্ট কাহার নিকট এ অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহাও আমি অবগত নহি। যাহা হউক, ইহা যদি ছোটলাটের কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আদেশ করিবেন, যদি ইহা ভারত গবর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত হয়, তাহা হইলে আশা করি, ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাকে ইংলণ্ড গমনে অনুমতি প্রদান করিবেন। আমি এ

সকল না জানিয়া পূর্ব্বেই জাহাজ ভাড়া করিয়াছি, কল্য জাহাজ ছাড়িবে। এ অবস্থায় অনুমতি পাইব, এই ভরসায় আমি প্রস্থান করিতেছি।”

কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে কি করিবেন, আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক পেনেল সাহেবের কীর্ত্তি-কলাপ, এখন সকলেরই আলোচ্য হইয়াছে। তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে কি না, তাঁহার বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত কমিশন বসিবে কি না, এখন চারিদিকে এই সকল কথার আলোচনা হইতেছে।

এক্ষণে দারোগা ওসমান আলি প্রভৃতির নামে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানের জন্য অভিযোগ উপস্থিত হইবে কি না, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জজ গীট সাহেব এ বিষয়ে কোন আজ্ঞা দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যখন এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সেই সকল লোকের কার্য্য শেষ না হইলে এ বিষয়ে কোন কথাই বলা উচিত নহে। ফলতঃ যাঁহারা তদন্ত করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপে লোকের আস্থা না থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, গীট সাহেবের এই উক্তি যুক্তিযুক্ত। ফলে বোধ হয়, এবার ওস্‌মান আলির গ্রহ বড় সুপ্রসন্ন নহে। শ্বেতাঙ্গ নীলি হাইকোর্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ ওস্‌মান আলির পক্ষে এবার নিষ্কৃতি-লাভ দুঃসাধ্য। সাদক আলির দ্বীপান্তর গমন, ওস্‌মান আলির পদচ্যুতি ও দণ্ড প্রভৃতির সহিত এ দেশের লোকের সংস্রব অতি অল্প। কিন্তু এই সূত্রে যদি বিচার ও শাসন বিভাগের অপবিত্র সম্মিলন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে অমঙ্গলেও আমাদিগের মঙ্গল ঘটিল, এই কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিব

গাইট বা গীট সাহেবের মতে রীলি সাহেবকে মিথ্যা সাক্ষী বলা যায় না। তিনি যে এজাহার দিয়াছেন, তাহাতে বিরোধাদি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র কারণ আছে। এ বিষয়ে লোকের ধারণা প্রমাদজনক হইলেও রীলি সাহেব যে অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের হস্তের পুত্তলিকা মাত্র ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এই সময়ে একটী কথা মনে পড়ে। আসামীদিগের মধ্যে যে দুইজনকে হাইকোর্ট ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা পুনর্ব্বিচারের আমলে আসিলে দণ্ডিত হইত কি না, এই সমস্যায় চিত্ত বিচলিত হয়। যাহা হউক, তাহারা যে মান্যবর আমীর আলী ও প্র্যাটের বিচারে অব্যাহতি পাইল—ইহাতে লোকে এখন নানা কথা ভাবিতেছে—সে সকল কথা মান্যবর জজ মহাশয়েরা অনুভবেই বুঝিয়া লইবেন, আমরা আর সে বিষয়ের উল্লেখে দুর্ম্মুখের কার্য্য করিবনা। লোকে হাটে বাজারে আমীর আলির জয়, প্র্যাটের জয় তার স্বরে গান করিতেছে! প্রস্তর-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এই দুইজন জজের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণের জন্য স্বতন্ত্র উপাদানের কথা আলোচিত হইতেছে। এ সকল কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে আমরা সুখী হইব।

দলিলাদির অনুলিপি প্রভৃতি ইংরাজী অংশ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল।

EXHIBIT X1.

NOAKHALI,
2nd DECEMBER, 1900.

DEAR MR. BOURDILLON,

I wish to ask if there would be any objection to my taking casual leave, say, 3 days', to go to Calcutta to meet my sister, who is due to arrive there on the 11th instant. My sister has never been in India before and the journey here is not an easy one. I should esteem it a favour, therefore, if I could be given this leave.

The work in my Court, I may say, is well up to date. There are no Sessions-cases pending, and as far as I can see my absence will cause no appreciable inconvenience to any one.

Yours sincerly.
(*Sd*), A. P.

HON. J. A. B.

EXHIBIT X2.

CALCUTTA,
5th DECEMBER, 1900.

DEAR MR. PENNELL,

There is no objection to your having 3 days' casual leave to Calcutta to meet your sister.

Yours truly,
(*Sd*). J. A. BOURDILLON.

EXHIBIT X4.

UNITED SERVICE CLUB,
CALCUTTA, 12th DECEMBER, 1900.

DEAR MR. BOURDILLON,

I find on arriving at Calcutta that my sister's steamer the *Parramatta* instead of arriving yesterday as advertised will not be in till to-morrow morning. Under these circumstances I am constrained to ask you for [illegible]al leave till the end of this week. I might with a rush get to Noakhali [illegible] time for work on Saturday, but think myself that it is not worthwhile [illegible]ing to do so.

Yours sincerely,
(*Sd*). A. PENNELL.

Ho[illegible] J. A. Bourdillon

M[illegible] DEAR PENNELL,

[illegible]ertainly stay, as you propose.

Yours sincerely,
(*Sd*). J. A. BOURDILLON.

EXHIBIT X6.

4, MIDDLETON STREET,
CALCUTTA, 25th DECEMBER, 1900.

DEAR PENNELL,

The Judges are informed that you obtained leave from the Chief Secretary to come to Calcutta for the 12th December last. You were to have returned to your station on the 15th and the Chief Secretary understood that you did so. The Judges desire to know when you left Calcutta and upon what date you returned here and also from whom you obtained leave to quit your station again or to remain on in Calcutta if you did so. I am to ask for an early reply.

Yours sincerely,
(*Sd*). E. R. CHAPMAN.

EXHIBIT X8a.

B. HOTEL CONTINENTAL.
26th DECEMBER 1900.

MY DEAR CHAPMAN,

I am in receipt of your D. O. of yesterday's date—I obtained 3 days' casual leave from the Chief Secretary to meet my sister, who was due to arrive in Calcutta on the 11th instant. As her steamer was late, I was obliged to apply for casual leave for the rest of the week which was granted. I left Calcutta on the 15th instant (a day earlier than I need have done) for Noakhali, I returned to Calcutta on the night of the 23rd

instant. I did not obtain leave from any one to do so, and did not consider it necessary. I have hitherto been under the impression that except for the *Pujas*, it is not necessary for a Judge to obtain leave to absent himself from his station during authorized holidays, and this impression was confirmed by the result of some correspondence which I had with you in July, 1899, and to which I would solicit a reference. I may add that I came to Calcutta similarly for the Christmas holidays in 1898 and 1899, but no questions were asked about it, and it is my belief that a great many other Judges are at present in Calcutta without any other authorization then exists in my case.

As the Courts are closed I could not work even if I were at Noakhali, but I may say that even apart from that, the state of my file is not such as to necessitate my remaining at Noakhali I would solicit a reference to the returns for the September quarter which will show that the work is well up to date. I may also add that with one trifling exception not a single order of mine has been reversed or modified by the High Court during the whole time I have been at Noakhali. I would submit that neither the quantity nor the quality of my work has been such as to call for any specially rigorous treatment on the part of the Court. And I would point out that it would be particularly hard if I were denied, the indulgence (if it be an indulgence) of coming to Calcutta this Christmas, as I have my sister with me and would like her to see the gaieties which go on here at this season. It is true that I have recently had casual leave but it was for a domestic reason, and it is the first time in more than 14 years' service that I have ever asked for leave for such a season. It may perhaps be the belief of the Judges that I remained on in Calcutta after the 15th. I have already stated that this is not so. If such an erroneous impression led you to write this letter, the Judges will not perhaps be offended at the request which I now make. It is my intention to apply to the Chief Secretary for casual leave for the 2nd January to enable me to attend Mr. S. C. Mukerjee's wedding, which is fixed for the 1st instant, and I should be obliged if the Hon'ble Judges will intimate that they have no objection to my having it.

Yours sincerely,
(*Sd*). A. PENNELL.

P.S.—I enclose copies of the correspondence between myself and the Chief Secretary with reference to my casual leave.

(*Sd*). A. P. P.

(Here follow the letters marked Exhibit X1, X2 and X4.)

EXHIBIT X 9.

INDIAN TELEGRAPH.

From Station—Calcutta,
CHAPMAN. Dated 29-12-00.

To Station—Birhbhum,
A. P. PENNELL.

Rampini has given me no order.

(c) EXHIBIT X 10.

To Calcutta,
To High Court,

From Birbhum,
From A. Pennell.

Solicit that orders on my demi-official may be sent to Hotel Continental to await my arrival to-morrow.

(*Sd*). A. P. P.
Despatched on 29th December.

EXHIBIT [illegible]

HOTEL CONTINENTAL,
31st December, 1900.

MY DEAR BUCKLAND,

I write to ask if I may have casual leave for the 2nd January. I want to attend the wedding of Mr. S. C. Mukerjee whom I have known from

a boy, on the 1st January and as there is only one mail to Chandpur Which leaves very early in the morning I cannot do this without exceeding the authorized holidays.

Yours sincerely,
(Sd). A. PENNELL.

Hon'ble C. E, Buckland, C. I. E.

EXHIBIT X 13.

CALCUTTA,
The 31st Dec, 1900.

MY DEAR PENELL,

Your letter of to day just received asking for casual leave for the 2nd January.

Please let me know why you have not applied before. To be back for your work on the 2nd I suppose you would have to start by the very early train on the 1st, and at present I do not understand why you should have put off till afternoon of the 31st Dec. to ask for casual leave for the 2nd January. Have you only just recieved an Invitation or did you not intend until this afternoon to ask for it?

Also please let me know if you start from here on the early morning of the 2nd at what time ought you to reach Noakhali? Shall you be in time to hold Court on the 3rd and for how long?

Yours sincerely,
(Sd) C. E. BUCKLAND.

EXHIBIT X 14.

HOTEL CONTINENTAL,
31-12-00.

MY DEAR BUCKLAND,

The enclosed correspondence which has passed between myself and [illegible]gh Court will show how it is I have not applied for casual leave for the [illegible]nuary before. The expression "The Judges" denotes Mr. Justice [illegible]pini only. Mr. Ghose, who is a member of the English Committee expressed great surprise at Mr. Rampini's action. Mr. Rampini has not replied either to my letter or telegram. I cannot compel him to reply. He has against me a private grudge of long-standing in connection with a syndicate into which he entered for promoting a tea company.

(2) I have all along intended to apply for the casual leave. I received [illegible]itations both informal and formal long ago. I am an intimate friend of the bridegroom and his uncle Mr. P. L. Roy, and have known the birde's people for years.

(3) If I start from here on the early morning (5 or 6 A. M.) on the 2nd, I reach Feni at 1-58 A. M. on the 3rd, starting from there at dawn I reach Noakhali at, say, 10-30 A. M. on the 3rd in time to hold Court on that day for as long as most judicial officers sit. I am sorry to have given you so much trouble in the matter, but you will see it is not my fault.

Yours sincerely,
(Sd.) A. PENNELL,

Hon. C. E. Buckland. C. I. E.

EXHIBIT X 15.

Calcutta, 1-1-1901.

MY DEAR PENNELL,

In reply to your 2nd letter of yesterday you may have casual leave for 2nd, *i.e.*, you may remain in Calcutta for Mukerjee's wedding on the 1st, and I must ask you to leave Calcutta by the early morning train of 2nd so as to be back at Noakhali for Court on the 3rd.

Yours sincerely,
C. E. BUCKLAND,

I return your letters.

EXHIBIT X 17.

Noakhali,
3rd January, 1901.

MY DEAR BUCKLAND,

In order to save you the trouble of having to communicate with me again upon the subject, I write to say that I reached Noakhali at 10-4 A. M., Calcutta time, and that I am now (12-0 noon Calcutta time —11-27 Ry, time) in Court. As it so happened I walked to Court with the collector so that we both attended office almost simultaneously.

I may perhaps be permitted to add that the mail steamer of the first grounded and in consequence the passengers for places beyond Chandpur had to proceed by the same train as myself. Even therefore, if I had not been allowed casual leave for the 2nd instant I could not have got to Noakhali any sooner. I have received no reply to my letter or telegram to High Court.

Again apologising for giving you so much trouble.

Yours sincerely,
(Sd.) A. PENNELL.

Hon. C. E. Buckland, C. I. E.

EXHIBIT X 18.

C. S. Club, Calcutta,
The 26th January, 1901.

MY DEAR PENNELL,

I ought to have written to you before about a passage in a letter of yours dated the 31st Dec., to me but it escaped my notice (after I gave you the leave you wanted) and has only just now turned up again.

You wrote "Mr. Rampini has not replied either to my letter or telegram, I cannot compel him to reply. He has against me a private grudge of long-standing in connection with a syndicate into which he entered for promoting a tea company."

This is an imputation of motive which ought not to be made against any one and certainly not against a Judge of High Court as a reason for his dealing with an official matter in a particular way. Before taking any action on the subject I think it right to give you an opportunity of withdrawing this passage, if you desire to do so. If you prefer to let it stand it will be my duty to bring it to Mr. Rampini's notice.

Please at the same time forward to me a copy of the letter and telegram referred to in this passage of your letter of 31st December.

Yours sincerely,
C. E. BUCKLAND.

EXHIBIT X

To Calcutta,
To Chief Secretary,

From Noakhali,
Sessions Judge.

Please wire whether your demi-official of 26th was written by order of Government.

A. P. P.
29-1-1901.

Desp.

Exhibit X 3—Is a cover addressed to A. Pennell by J. A. Bourdillon, Chief Secretary to the Government of Bengal.

Exhibit X 5—Is a cover addressed to A. Pennell.

Exhibit X 7—Is a cover addressed to A. Pennell, Hotel Continental, Calcutta, by E. P. Chapman, Registrar of High Court.

Exhibit X 13—Is a cover addressed to A. Pennell, Esq., C. S. Hotel Continental, Calcutta, by C. E. Officiating Chief Secretary to the Government of Bengal.

Exhibit X 16—Do. Do. Do.

Exhibit X 19—Do. Do.

I would be obliged if you would order them to desist from this and either to re-turf the part of the ground they have spoiled or to send me the money to have it re-turfed.

Yours sincerely,
J. D. CARGILL

P S —You will see I am obliged to write to you though on the last, occasion I did so, you asked me to desist The grass, I may add, is not my property. It belongs to Government

J. D C.

EXHIBIT 25.

To District Magistrate,

Sir —I enclose copy of a letter (No. 67, dated 4th February, 1901) which I have just received from the District Superintendent of Police The letter purports to come through you, but does not bear your endorsement

2 I also enclose extract from an order (No 18, dated 30th January, 1901) passed by me in the Sessions case referred to and read out by me in Mr Reily's presence in open Court.

3 Mr Reily is your subordinate and I request that you will direct him to obey my orders and to abstain from any further communication with me with reference to the case.

A. P P

The 4th February, 1901. 4 2.

To—The Sessions Judge, Noakhali,
Through the District Magistrate, Noakhali

Sir,—In connection with the murder case of Empress vs Sadakali and others I have the honor to enquire if I may now go out of the station. I have not been able to do any camping in January and it is necessary for me to go out There is a murder case of P.S, Lakhipur which I have not yet been able to look after and also that unless I go out to the islands now I shall not later on be able to do so on account of the weather. I intend to go out to-morrow evening if you have no objection. kindly give a reply to-day.

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant,
W. Y. REILY,
District Supdt. of Police,

EXHIBIT 26.

Government of Bengal
Calcutta, U S Club 1-8-1900.

My dear Pennell,—Yours of the 29th Dec. from Suri Arrangements will be made so that you can have your 3 months privilege leave on or about the early part of May, as you ask.

Yours sincerely,
C E BUCKLAND.

EXHIBIT 28

Darjeeling 3rd September, 1900.

Dear Mr Pennell —In continuation of my letter of the 28th August I write to say that the Lieutenant-Governor has this morning have before him the proposals for posting Judges in the cold weather.

I am to say that after giving the matter his careful consideration His Honour is unable to transfer you at present, but there will be several changes before the hot weather, and you may count upon being transferred then to a healthy district, probably Bankura.

Yours truly,

EXHIBIT X 28.

Darjeeling, 12th June, 1900.

Dear Mr. Pennell,—The Lieutenant-Governor desires me to acknowledge your letter of the 21st ultimo and to express his regret that by an oversight it has not been answered earlier.

He is pleased to see that you now recognise that your judicial deliverances have been often wanting in dignity and impartiality, essentially as you put it yourself, in charity, and he sincerely hopes that as you say, the High Court will not again have occasion to comment adversely upon them. Your appointment to Noakhali was arranged, as the Lieutenant-Governor told you in December, long before he ever heard of the Chupra case. The arrears in Sarn and Champaran had become so serious as to lead to correspondence with the High Court and to necessitate your appointment to a lighter charge. The Collector of Noakhali has asked permission to return to the district on the expiry of his leave, and the Lieutenant-Governor cannot admit that the district is in any sense undesirable. One of your predecessors, Mr. Green, remained there for many years at his own request. It would not be convenient to make any change at present but the Lieutenant-Governor will bear your wishes in mind in the arrangements for next cold weather.

I am yours faithfully,

J. STRACHEY.

EXHIBIT X 29.

Go to the Sessions Judge and see if you can be allowed to take a copy as I want a copy before 3 P. M., to-day

J. T.

8-10-99.

Sir,—I went to Judge's Court and met a clerk there, asked him for a copy of the judgment delivered by the Sessions Judge in appeal case of Narsing Singh, he said that he was copying the judgment yesterday when the Judge took it again with the record and that if it is sent to office today the copy will be sent here to-morrow.

Your most obedient servant,

BACHOO LALL.

8-10-99.

EXHIBIT X 30.

8 10 99.

DEAR SIR,—I have sent to your office and also to you for a copy of your judgment in the case of Narshing Singh, which I want, if possible, before this afternoon, Could you please allow my Mohurrir to take a copy.

I understand that judgment was given yesterday and I should be glad to know what difficulty there is in the way of my having a copy.

your faithfully,

J. E. TWIDELL

EXHIBIT X 31.

Naya Dumka,
Sonthal Perganas,
26-10-99.

MY DEAR PENNELL,—I expect to be relieved by Carstairs on the 25th instant and Bolton has written to me to proceed to Chupra as soon as possible. Shall I find you at Chupra about the 27th October and would it be convenient to you if I were to take over charge on the morning of the 28th October?

Yours sincerely,

C. FISHER.

EXHIBIT X 32.

Darjeeling, Oct. 28th.

MY DEAR PENNELL,—I have sent you a telegram requesting you to join early at Noakhali on being relieved. I understand that Fisher reaches Chupra to-day.

Huda to take charge of Faridpore at the end of the vacation, Mitra having been granted one month's leave. I have authorised him pending your arrival, to place the Munsif in charge. The arrangement should obviously not continue for more than a few days, and it is for that reason you are requested to proceed early to Noakhali.

Yours sincerely,
C. W. BOLTON.

EXHIBIT X 33.

I have not read your judgment, when I passed the order for your transfer.

The vindictive rancour with which you pursued the policeman and the District Officer . . . My Government . . . you had better be careful what you are saying. Reading your judgment I have grave doubts whether you are fit for judicial employment.

I am speaking for your benefit and for your guidance.

I am not going to enter into a discussion with the High Court. It is my business to say where my officers can be most usefully employed The Judicial officers are my officers and not those of the High Court.

Reading your judgment leads me to doubt whether you were really so impartial as you should have been.

I have not seen the policeman or the District Officer and have received no communication from them. I can only say that reading your judgment as a perfectly impartial man I have doubts as to your impartiality.

I am speaking to you privately.

EXHIBIT X 34.

BENGAL CIVIL MEDICAL DEPARTMENT,

Form No. 37.

Statements of the case under articles 487(a) and 894(a) and 903, Civil Service Regulations.

Statement of the case of

Name—A. P, Pennell.

Office—District and Sessions Judge.

Age—33.

Service in India—10 years (active).

Previous sick-leave.—Nil.

Habits—Active.

Present disease, its symptoms, causes, and duration, with details of its progress and treatment.

PRESENT CONDITION.

Has suffered from dyspepsia since '89. First came under my treatment in October 1897. On my advice had a new set of teeth put in, in December and for a couple of months kept better. Since I have treated him he has had 8 distinct attacks of acute gastrites with vomiting, purging, intense headache and prostration lasting from about 24 to 48 hours. The last attack was on the 25th of August 1898, he has been treated with Pepsine Bismuth, Creasote, Bromides, Sulpho-Carbonate of Soda and Tonics with regulation of food and drink. As the attacks are recurring at frequent intervals I have advised a sea trip to Australia and back.

(Sd). REGINALD ASHE, M. B.
Offg. Civil Medical Officer, [illegible]

EXHIBIT X 13 B,

4-8-99.

AND

EXHIBIT X 35.

14-2-01.

MEDICAL CERTIFICATE.

I hereby certify that Mr. A. Pennell, additional Sessions Judge of Saran, was, when on Sessions' duty at Motihari, under my treatment from the 12th to the 16th April, 1899 suffering from severe headache, constant vomiting and fever, and was quite incapacitated from going to Court and doing any duty. Though far from well he attended Court on the 15th April against my advice.

F. R. SWAINE, M. B.,
Lt.-Col, I. M. S.,
Civil Surgeon, Champarun.

Motihari, 15th August, 1899.

EXHIBIT X 36.

No. 453.

From—Capt. R. H. Maddox, I. M. S., Civil Surgeon. Saran.
To—A. P. Pennell, Esq., I. C. S., District Judge, Saran,

Chupra, 9th August.

Sir,—In reply to your letter No. 99. dated 2nd August, 1899. I have the honour to state that I visited you twice on 31st May: once on 1st June and once on 2nd June. You were then suffering from an attack of acute Gastrites, Catarh with vomiting and diarrhoea. You were certainly not fit to go to Court on 1st June and were not really fit for several days after that date and I consider you were quite justified in leaving the Court earlier than usual.

[illegible]a. I remember seeing you after your return from Motihari in May (at the time when Mr. Caspersz was on leave in Darjeeling). I certainly thought you were looking very ill and to the best of my recollection, I told you at the club the first morning I saw you after your return; at any rate I mentioned it incidentally to Mr. Caspersz in a private letter of which I [illegible] no copy.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
R. H. MADDOX, Capt., I. M. S.,
Civil Surgn., Saran.

MY DEAR PENNELL,

Darjeeling, 5th October, 1900.

I have to-day seen the Lieutenant-Governor and he has told me of what passed at his interview with you.

He has definitely decided to give you no assistance in effecting an exchange to another province.

In these circumstances you will, I suppose, apply for leave in due course.

Yours truly,
J. A. Bourdillon.

EXHIBIT X 37.

5th September, 98.

MY DEAR Mr. B.,

I understand that it is in contemplation, if I do not take furlough, to post me to Saran for two or three months at the end of the privilege leave just granted to me. Under these circumstances I should be glad if you

under its notice, as mentioned in the Section, to charge the offender and convict him, or admit him to bail or to try him upon his own charge. We observe that the Sessions Judge in one part of his judgment thinks the word "may" in the section should be read as "must" There is no warrant, however, for this view. Having regard, then, to the phraseology of the law' it appears to us that if the court of Sessions proceeded to take action under section 471, it must in the first instance form a charge so as to enable the accused to know the exact nature of the offence he has committed. A charge is a precise formulation of the specific accusation, made against a person who is entitled to know its nature at the earliest stage. When an accusation has been formulated in the shape of a charge, a Sessions Court may then commit an accused person for trial either before itself upon the charge so framed or admit him to bail for some other purpose. In the matter before us, the Sessions Judge has framed no charge, but that he had the petitioner arrested and sent to jail. The proceeding of the 16th February is in no sense the charge. It contains no particulars of the statements made and acts done by the Petitioner upon which charges of perjury and forgery are brought against him. In our opinion, the proceeding of the 16th February was not warranted by law. The order states that "Mr. Reily was yesterday arrested and committed to jail. There is no time owing to the lateness of the hour to draw formal proceedings. He will be produced before me on the 25th February, when evidence will be taken." So that the petitioner, against whom no definite accusation had been formulated up to that time, and in whose case, according to the Sessions Judge himself, a preliminary enquiry was necessary, was kept in jail for nine days before the matter could be enquired into. A preliminary enquiry was necessary for the purpose of determining whether there was a *prima facie* case against the person accused As the Sessions Judge did not charge the petitioner, as he was empowered to do, and as he considered a preliminary enquiry was necessary, it seems that until then, in the opinion of the Sessions Judge, there was not even a *prima facie* case against the petitioner. In view of this fact, we cannot help regarding the action of the Sessions Judge with the strongest disapproval.

Apart from the illegality of the order as already mentioned, w[illegible] dealing with the merits of the case, we are of opinion that there was [illegible] foundation for the proceeding. We have already expressed our op[illegible] our judgment in the main case respecting the allegation of perjury [illegible] against the petitioner. We do not desire to repeat our observations. [illegible] may add, however, that we have gone again over the judgment of [illegible] Sessions Judge, and beyond surmises and assumptions we find nothing to justify the view that the petitioner wilfully perjured himself or intentionally gave false evidence in Court

Their Lordships then dwelt at great length on the question of the legality of the charges under Section; 564 and 4,—1, I. P. Code and after fully discussing the points, they were of opinion that there were no foundations or elements constituting the offence of forgery in the case before their lordships, and consequently the order of the Sessions Judge which was not warranted by law, could not be maintained; and accordingly their Lordships set aside the order and altogether quashed the proceedings against the petitioner.

In concluding their judgment their Lordships observed;—"We regret to observe that in this matter the Sessions Judge had not been able to preserve a judicial balance of mind and for this reasons we set asid the order."

Their Lordships directed that a copy of their judgment be sent to the Local Government for their information.

ভবানীপুর ১৬৩নং কালীঘাট রোড,

পার্থিব যন্ত্রে

শ্রীরামবালক মিশ্র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।